লেনিন শতাব্দী

লেনিনের উদ্দেশে নিবেদিত বাঙলা কবিতার সঙ্কলন

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৭

প্রচ্ছদশিল্পী : বিশ্বরঞ্জন দে

প্রকাশক : প্রভাত চৌধুরী। ৩৬ডি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-২৬ ॥ মুদ্রক : কালান্তর প্রেস। ৩০।৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ ॥ পরিবেশক : মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। ৪।৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

সূচিপত্র

রক্ত-পতাকার গান	কাজী নজরুল ইসলাম	৯
লেনিন	যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য	১০
লেনিন	মনীশ ঘটক	১৬
লেনিন	প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৬
তোমার সংলাপে	বিষ্ণু দে	১৮
নভেম্বর	অরুণ মিত্র	১৮
দুঃসময়ে : লেনিন	বিমলচন্দ্র ঘোষ	২১
তবে এসো	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	২৩
এপ্রিলকে আমি ভালোবাসি	দক্ষিণারঞ্জন বসু	২৬
লেনিন শতবর্ষে কোনো চাষী	দিনেশ দাস	২৭
২২শে জুন	সমর সেন	৩১
লেনিন শতাব্দী	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	৩৩
লেনিনের চোখ	সৈয়দ আবুল হুদা	৩৪
লেনিন	জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়	৩৫
লেনিন—মহত্তর লেনিন···		
লেনিন	মণীন্দ্র রায়	৩৬
লেনিন যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন	গোলাম কুদ্দুস	৩৭
চলো ধরি	মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৩৯
নাম	চিত্ত ঘোষ	৪১
তিনি ডাক দিয়েছেন	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪২

লেনিন	সতীন্দ্রনাথ মৈত্র	৪৩
স বান্ধবঃ	অসীমকৃষ্ণ দত্ত	৪৩
লেনিন	সুকান্ত ভট্টাচার্য	৪৪
বাইশে এপ্রিল, পঁচিশে বৈশাখের দেশে	সিদ্ধেশ্বর সেন	৪৬
লেনিন শুধু কি নাম	কৃষ্ণ ধর	৪৭
খাড়াই পাহাড় শীর্ষে তুমি স্থির	বিতোষ আচার্য	৪৮
কলকাতায় লেনিনের মর্মরমূর্তির জন্য ব্যক্তিগত ফলক	জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	৫০
তার জন্যেই	প্রমোদ মুখোপাধ্যায়	৫১
লেনিন, তুমিই	দুর্গাদাস সরকার	৫২
লেনিনের ছবি	লোকনাথ ভট্টাচার্য	৫৩
তোমার নাম মনে পড়লে	ধনঞ্জয় দাশ	৫৪
জল দাও, জল	সুনীলকুমার নন্দী	৫৫
লেনিন	অমিতাভ ঘোষ	৫৬
প্রতিটি ভোর নতুন জন্মদিন	গৌরাঙ্গ ভৌমিক	৫৭
আমার শিল্প	আলোক সরকার	৫৮
লেনার নামে লেনিন	তরুণ সান্যাল	৫৯
যেমন লেনিন	অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়	৬১
লেনিন-মূর্তির প্রতি	শক্তি চট্টোপাধ্যায়	৬১
লেনিন	স্বদেশরঞ্জন দত্ত	৬২
লেনিন	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	৬৩
উদাসীনতার পরিপার্শ্ব থেকে দূরে	শিবশম্ভু পাল	৬৫
শতবর্ষে, কমরেড লেনিন	মানস রায়চৌধুরী	৬৬

কেন যে লেনিন	অমিতাভ দাশগুপ্ত	৬৭
যোগফলে	শ্যামসুন্দর দে	৬৮
আমি তোমার কেউ নই	দিব্যেন্দু পালিত	৬৯
আমার ভূমিকা	জয়ন্তী সেন	৭১
বোধের ঐশ্বর্য, লেনিন	সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭১
দুঃখের স্মরণ তুমি, প্রিয়	সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩
অনুক্ষণ স্বদেশযাত্রায়	মুকুল গুহ	৭৪
যা তাঁর পছন্দ, আমি জানি	সত্য গুহ	৭৫
ক্ষমা প্রার্থনা, লেনিনের নামে	বাসুদেব দেব	৭৭
প্রস্তাব	রঞ্জিত রায়চৌধুরী	৭৮
কৃষ্ণচূড়ার পথিক	রত্নেশ্বর হাজরা	৭৯
লেনিন	সাগর চক্রবর্তী	৮০
লেনিনকে	তরুণ সেন	৮১
লেনিন সরণী দিয়ে	তুলসী মুখোপাধ্যায়	৮২
লেনিনকে নিবেদিত	রবীন সুর	৮৩
লেনিন	পরেশ মণ্ডল	৮৪
আসলে লেনিন কবি	অরুণাভ দাশগুপ্ত	৮৪
লেনিন	শিবেন চট্টোপাধ্যায়	৮৫
সবার পিছে, সবার আগে	শঙ্কর রায়	৮৬
লেনিন	দিলীপ সেনগুপ্ত	৮৭
তুমি হেঁটে যাচ্ছ পুর্তা	পবিত্র মুখোপাধ্যায়	৮৮
পদাবলী	অমিয় ধর	৮৯
লেনিনের জন্মদিনে	পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯০
আবার আসুন লেনিন	অজয় সেন	৯১
রুশো ভারতী	শিশির সামন্ত	৯২

নিয়ত বিপ্লবে	দীপেন রায়	৯৩
লেনিন, এখন তুমি আমাদের লেনিন হয়েছ	অঞ্জন কর	৯৪
আগামী লেনিন	যীশু চৌধুরী	৯৫
লেনিনের প্রতি	অনন্ত দাশ	৯৬
লেনিন জন্মশতবার্ষিকীর অর্ঘ	কালীকৃষ্ণ গুহ	৯৭
কতো দীর্ঘদিন তুমি	মৃণাল বসুচৌধুরী	৯৮
লেনিন	রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯৮
আলোকিত ঘোড়সওয়ার	জীবন সরকার	৯৯
লেনিন : আমার কাছে	শুভ বসু	১০০
ডাক দেয় ইলিচ লেনিন	প্রভাত চৌধুরী	১০১
লেনিন ও আত্মভুক প্রাণী	কাননকুমার ভৌমিক	১০২
স্বয়ং লেনিন	রমেন আচার্য	১০৩
গ্রাম-শহরে এক লেনিন	অমল চক্রবর্তী	১০৪
কখন যে	বিপ্লব মাজী	১০৫
তিনি শোনাবেন তাই	সুদর্শন রায়চৌধুরী	১০৭
লেনিনের ডাক	সনৎ দাশগুপ্ত	১১০
লেনিনের ডাক	গোবিন্দ হালদার	১১১
ফসলের মাস	প্রণব মাইতি	১১২
এখন এখানে চাই সমগ্র লেনিন	মলয় দাশগুপ্ত	১১৩
কিংশুক	সুমিত চক্রবর্তী	১১৬
লেনিন স্মরণে	শক্তি হাজরা	১১৭
তোমার প্রতিকৃতির সামনে, লেনিন	দুলাল ঘোষ	১১৮
লেনিন-দিবসের গল্প	অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়	১১৯

লেনিন	রণজিৎকুমার সেন	১২১
শতাব্দীর নায়কের স্মরণে	রাম বসু	১২২
লেনিনের ছবি	মিহির সেন	১২৪
কমরেড লেনিন	প্রসূন বসু	১২৫
আমাদেরই লেনিন	সামসুল হক	১২৬
সূর্যের ঠিকানা	মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	১২৭
কমরেড	শান্তনু দাস	১২৮
লেনিন	শুভাশিস্ গোস্বামী	১২৯
উত্তর থেকে আগত		
একটি খবর পড়ে	কমলেশ সেন	১৩০
লেনিন	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	১৩০
নিশান	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	১৩১

প্রস্তাবনা	তিন-একুশ
নির্দেশিকা	১৩৩-১৩৮

রক্ত-পতাকার গান/কাজী নজরুল ইসলাম

ওড়াও ওড়াও   লাল নিশান !
দুলাও মোদের রক্ত পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান !
ওড়াও ওড়াও   লাল নিশান ॥

শীতের শ্বাসেরে বিদ্রূপ করি ফুটে কুসুম,
নব-বসন্ত-সূর্য্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ সহস্র বছরের হান মৃত্যুবাণ
ওড়াও ওড়াও   লাল নিশান ॥

চির বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন,
নহে পুরাতন দাসত্বের ঐ বন্ধমন,
ওড়াও তবে রে   লাল নিশান
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান ।
বসন্তের ঐ জ্যোতির পতাকা ওড়াও উর্ধ্বে
গাহরে গান
লাল নিশান !   লাল নিশান !

লেনিন/যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

বারম্বার মৃত্যুবার্ত্তা রটায়েছে 'বিশ্বদূত',
হয়নি সে কাল-অঙ্কে লীন ;
এইবার মরেছে লেনিন !
রুশের গগন-সূর্য্য অস্তমিত আজ !
জনগণ-মনঃ-অধিরাজ !
পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিচ্ছুরিয়া রশ্মি তার,
নাশি' অন্ধকার,
জাগ্রৎ করেছে কোটি উপেক্ষিত নর-নারী,
অন্ন দিয়া, মুছাইয়া নয়নের বারি !
শ্রমিক-কৃষক-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলেছে বিশ্বে ;
ধনী নিঃস্বে,
ঘুচাইয়া মিলনের সর্ব্ববিধ বাধা ব্যবধান,
বাড়ায়েছে আত্মার সম্মান,
সঙ্গে সঙ্গে করিয়াছে জগতের অপূর্ব্ব কল্যাণ !
হ'য়ে ক্ষোভে একান্ত অধীর,
বিচূর্ণিত করিয়াছে আভিজাত্য-গর্ব্বোন্নত শির
শেষে পুনরায়,
বুভুক্ষিত বিদলিত বিশ্বমানবের,
দুর্ব্বল দেহের,
সঞ্চারিয়া দেছে সর্ব্ব শিরায় শিরায়,
তাজা উষ্ণ অতি তীব্র ফুটন্ত রুধির !
নিপীড়িত যে ছিল যেথায়,
সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আজি দাবি করে সমতা ধরায় !

চির-আচরিত যত রাজ্য ও সমাজ-নীতি,
যার ভারে ভারাক্রান্ত রহিত এ ক্ষিতি,
শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহি' মানবাত্মা করিত ক্রন্দন,
সকাতরে স্বাধীনতা-তরে ;
দিবানিশি দিশি দিশি বিধাতার ধ্বনিত বন্দন,
বাহিরে ভিতরে ;
ফুৎকারে উড়ায়ে দেছে, অকস্মাৎ পোড়ায়েছে সবি ;
বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের লোল বহ্নি-মুখে,
সদা মনঃসুখে,
অস্থি-র ইন্ধন সহ ঢালি' দিয়া মঞ্জু মজ্জা-হবিঃ ।

* * *

পৃথিবীর সেই এক অনন্ত সুদিন ।
অত্যাচারী অবিচারী রুশের সে একচ্ছত্রী জার,
ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইল অগ্রজে যাহার,
একা একা আর্ত্তনাদ করিল যে দিন,
সপ্তদশ বর্ষীয় লেনিন ।
সেই দিন যেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিল অন্তরে তখন,
অসহ্য ভীষণ
নির্ব্বাপিত হলো না তা আর !
অগ্নিহোত্রীদের মত,
অবিরত,
লেনিন পুষিল তাহা হৃদয়-মাঝার !
সে' অনল-দীপ্ত-শিখাটিকে,
ছড়াইল রুশিয়ার দিকে দিকে দিকে ;

সমদুঃখীদের হিয়া দাউ দাউ জ্বলিল অমনি ;
হোলো জাতি প্রবুদ্ধচেতন ,
সম্রাটের রক্ত-চক্ষু তার প্রতি হইল পতন ;
শিরে তার বর্ষিল অশনি !
তুষার-শীতল সেই অতিদূর নিস্তব্ধ প্রদেশে,
সাইবেরিয়ায় গেল হেসে অবশেষে,
নির্ব্বাসিত হোলো বটে, নির্ব্বাপিত হোলো না অনল !
শান্ত হোলো কিয়দ্দিন স্ফীতবক্ষ ধনাঢ্য সকল ।
অসম্পূর্ণ কার্য তার করিতে সফল,
বাহিরিয়া এল পত্নী, কার্য্যভার করিল গ্রহণ !
স্বামীর ছন্দানুবর্ত্তী মহীয়সী প্রিয়া,
দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
বিপ্লবের কেন্দ্রগুলি নিশিদিন করিত দর্শন !
পড়িত অসংখ্য পত্র, একা একা দিত সদুত্তর !
অতিরিক্ত শ্রমে স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গিয়াছে তবু,
শক্তির সে' কর্ম্ম-শক্তি কমে নাই কভু,
সাধনাতে প্রফুল্লিত রহিত অন্তর !
সত্য যদি জ্বলে বহ্নি কাতর অন্তরে,
সপ্ত সাগরের জল,
নিষ্ফল ! নিষ্ফল !
নিভাতে পারে না কেহ, ব্যাপ্ত হয় দেশ দেশান্তরে ।

* * *

ফিরে এল লেনিন আবার ।
রহিতে নারিল দেশে, রাজ-রোষে আত্ম-বহিষ্কার !

খণ্ডিত বিপ্লব মাঝে ঘটে ছিল, হায় !
মিশিল তা বুদ্বুদের প্রায় !
জার্ম্মাণী সুজায়ল্যাণ্ডে নানা দেশে বিপ্লবের বাণী ;
পূর্ণতেজে প্রচারিল হয়ে সাবধানী ;
জার্ম্মাণের মহাযুদ্ধ সুরু হোলো যবে,
সমস্বরে বিঘোষিল সবে,
য়ুরোপের ছিল যত আভিজাত্য-ধ্বংসকামী
সমাজ-তান্ত্রিক
"হে কৃষক, তুমি হে শ্রমিক !
জাগো ! জাগো ! এই তব উপযুক্ত কাল !
সংখ্যা ও সংহতি-বলে ভূমণ্ডলে তোমরা বিশাল !
ওই যে দেখিছ চেয়ে মুষ্টিমেয় ক'জন শাসক,
উহারা অরাতি তব, শোণিত শোষক !
দেশ সে তো গরীবের নয় !
কেন মিছা যুঝে' মর' ? কিবা স্বার্থ ?
ধনিকের, সত্য, হবে জয় !
যুদ্ধ যদি কর তবে আগে দেশ কর অধিকার !
বুঝে' লহ স্বার্থ আপনার !
ছিন্ন কর আভিজাত্য-শাসন-শৃঙ্খল !
খসাইয়া জিঞ্জীর্-মঞ্জীর,
তুলি' শির,
জাগাও দুর্ব্বল ।
সাম্যমৈত্রী প্রতিষ্ঠিয়া তারি লাগি যুঝ' অনিবার ।"
উদ্গীত এ' সাম্য-সামগীতি,
ধনীদের জাগাইয়া ভীতি,

প্রথমে বাজিল গিয়া রুশিয়ার বিদলিত বুকে !
ফুঁসিয়া উঠিয়া মর্ম্ম দুঃখে,
অন্যায়-শাসন-ক্ষুব্ধ কোটি প্রজা ছুটিল সম্মুখে !
মৃত্যুভয়, নির্ব্বাসন, কিছু নাহি করি' দৃক্‌পাত,
বক্ষে জোরে করি' করাঘাত,
একদিন অকস্মাৎ প্রাতে,
প্রাণ লয়ে হাতে,
বাজাইয়া রণবাদ্য ঝনন্‌-রণন ,
রাজদ্রোহী জনসাধারণ,
তালে তালে পদ ফেলি' আক্রমিল সম্রাট্‌-সদন ।
কম্পিল রুশের বক্ষ, শঙ্কিল ভুবন !
লণ্ডভণ্ড করিয়া প্রচুর,
ধ্বংসিল প্রাসাদ হর্ম্ম্য, উদঘাটিল রাজ-অন্তঃপুর !
হায় কি প্রমাদ !
কম্বুকণ্ঠে রমণীর ওঠে আর্ত্তনাদ !
প্রথমে বধিয়া শিশু বধে পরে কিশোর কিশোরী !
তারপর ঘটিল যা, যাবো না পাসরি' !
যুবতী বধুর ভাগ্যে দুর্ভোগ অশেষ,
সর্বশেষ সম্রাটের প্রাণভিক্ষা' নাহি দিল দেশ !
ছিন্নমুণ্ড-হস্ত হতে রাজ-দণ্ড খসিল অমনি !
সবিস্ময়ে স্তম্ভিত অবনী !
লেনিন তখনি,
ছাড়িয়া সুজারল্যাণ্ড দেশে ফিরে' আসি'
স্থাপিল শ্রমিক-রাজ্য, শিরে বর্ষে শুভ্র ফুলরাশি !

* * *

কাল-চক্র ঘর্ঘরিয়া ঘুরিতেছে আজ !
কাল যেবা কন্থাধারী, আজ সেই রাজ-অধিরাজ !
কেন তবে মানব-সমাজ !
কুক্কুরের মত কেন কেড়ে খায় অপরের গ্রাস !
একি সর্ব্বনাশ !
লেনিনেরে লক্ষ্য করি'
তারই পন্থা তাই অনুসরি',
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল সম নির্য্যাতিত অন্য সব জাতি,
আজি ওই উঠিয়াছে মাতি' ;
প্রতিষ্ঠিবে আজি তারা দেশে দেশে প্রেমের শাসন
যতদিন চন্দ্রিমা তপন,
তারি কার্য্য তাহার বচন,
সদা অনুক্ষণ,
জীবন্মৃত জাতি-চিত্তে জ্বালাইবে দীপ্ত হুতাশন।
সত্য কি সে' মরেছে লেনিন ?
মরিতে আসেনি বিশ্বে, মরেনি সে,
চিরতরে হবে না বিলীন।

লেনিন/মনীশ ঘটক

আমার বিশাল বুকে পাই না তোমার পরিসর
সীমিত শক্তিতে আমি তোমার স্মরণে লজ্জা পাই
ঘুমের ঘোরেতে তুমি সব স্বপ্ন হরো স্বপ্নহর
তখন তোমার সাথে তুমি আমি এক হয়ে যাই।

লেনিন/প্রেমেন্দ্র মিত্র

মানুষের কত মাপ
কতজন কষে রেখে গেল,
—দেহের নিরিখে কেউ,
চেতনার, মেধা ও মতির
হৃদয়ের।

সব মাপ তবু যেন
হিসাব মেলাতে শেষে
হয় উপহাস।
জীবনকে স্বপ্নময় কুয়াশায় আদ্যন্ত ঢেকেও
সুচতুর শৃঙ্খলের
ঝনৎকার লুকনো যায় না।

উদ্ধার শুনেছি ঢের ।
ভাগবত পরম-করুণা
পাপী তাপী পতিতেরে
ত্রাণ করে পবিত্র ধারায় ।

সে স্বর্গীয় সমাধান নয় ।
একজন একান্ত পার্থিব
সকলের সাথী হয়ে শুধু
পাশে পাশে হেঁটে চলে গেল
দুস্তর দুর্গমে ।

সবিস্ময়ে নিজেরি পা ফেলে
মানুষ হঠাৎ জানে
মাপ তার আকাশ-ছাড়ানো
সত্যব্রত দুঃসাহসে
প্রতিজ্ঞা প্রত্যয়ে ।

শোষণ পীড়ন শূন্য
ভয়-গ্লানি-মুক্ত ভাবী দিন
স্পন্দিত আরেক নামে
লেনিন ! লেনিন !

তোমার সংলাপে/বিষ্ণু দে

তোমার আভায় জ্বালি দিনগুলি জ্বলদগ্নি জবাকুসুম সঙ্কাশ,
তাই নেভে সূর্যরঙা সন্ধ্যাগুলি প্রাজ্ঞ পারিজাত।
তবু কেন থেকে থেকে দিনগুলি বিবর্ণ শেফালি ?
আর রাত্রি কণ্টকিত নীরক্ত গোলাপে ?

প্রতিটি দিনের দাবি রাত্রিময় স্তব্ধ অবকাশ,
রাত্রি চায় অপচেতা কর্মের নিপাত।
নক্ষত্রে মেলাতে চায় অন্ধকার অর্থের কাকলি,
ভ্রান্তির ট্র্যাফিকজ্যামে অপঘাতে শান্তি চায় প্রাণপণে
তোমার সংলাপে।

নভেম্বর/অরুণ মিত্র

কারখানাঘর ভেঙে এল কয়েদীরা
বাইরে, মাঠের বন্দীরা হাঁকে ;
ঘৃণায় ভারী আঁধার
কোটি সকালের লাভা লেগে টলে
গলে জ্বলন্ত পথে ;
শীতের আমেজ
ভাঙাকাঁচগাঁথা
ছেঁড়া কাঁথা ফাড়ে
টুকরো টুকরো ওড়ায় শুকনো পাতা ;

দুর্গে প্রাসাদে জমা জঞ্জাল ওড়ে
হেমন্ত রোদ্দুরে।

বুড়ো বুদ্ধির ঘুরপাক চলে হায়রে হায়!
চালু কারখানা চষা ক্ষেত থেকে অসংখ্য
কণ্ঠে জবাব বিনা দ্বিধায়,
অসংখ্য
আঙুল বাকল সাঁড়াশির মতো,
বনেদী গলার কাতরানিটুকু
সুরেই বাজল,
বিশাল ঐক্যতানে
ভরল পৃথিবী—
মুক্তি আমার, মুক্তি তোমার, মুক্তি।

সে আমার নবজন্মের দিন
নভেম্বরের আভায় রঙীন
মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে সেই যাত্রা আমার
চোখে ভাসে:
সাঁজোয়া মনের বাঁধে আছড়ায়
ঝোড়ো ইতিহাস,
কালো কালো সব চিমনি ছাড়িয়ে
মাথা ওঠে তার—
ভ্লাদিমির ইলিইচ লেনিন।

দশটা দিনের চূড়ায় জ্বলল
মশালশিখা,

দশটা দিনের বনিয়াদে চাপা
শতাব্দীরা ;
আমার সে-শিশুচোখের সাক্ষ্য
সবার চোখে,
দশটা দিনের মিনারের আলো
ছড়ায় ছড়ায় পৃথিবীময় ।

নভেম্বরের শুরু
বারো মাস জুড়ে কথা বলে
গঙ্গার ধারে লালদীঘি ঘিরে গাঁয়ে
যেখানে দুর্গপ্রাসাদের ভিড়
গুরুগম্ভীর
পাতাবাহারের আড়ালে ক্ষিপ্র বাঘ ফেরে ।

নভেম্বর এক খর করবাল
পশ্চিমে ঘনরাত কাটে
আমার এখানে হেমন্ত রোদ্দুরে
পথ কাটে ।

দুঃসময়ে : লেনিন/বিমলচন্দ্র ঘোষ

১

লেনিন! লেনিন!
তোমাকে যেদিন
চিনব
চেনার মতো,
সার্থক হবে গণমুক্তির
ব্রত।
আমাদের কুচকাওয়াজ
প্রতিটি পায়ের আওয়াজ
বজ্রকঠিন সমস্বত্বের
স্বাধিকারে সংহত,
মহান লেনিন,
তোমাকে সেদিন
চিনব চেনার মতো।
জন্মশতকে
আমরা তোমাকে
স্মরণ করছি বটে,
অভূতপূর্ব
অদ্ভুত এই
সামাজিক সঙ্কটে।
বিদগ্ধজনসেবিত আজব শহরে
উল্টোপাল্টা গণতন্ত্রের বহরে
মিছিলে মিছিলে লোহিত প্রাণের লহরে

লেনিন তোমার
অপব্যাখ্যায়
কীযে বিভ্রাট ঘটে !
আমরা দেখছি
নিয়ত দেখছি
সামাজিক সঙ্কটে ।

২
প্রতিটি পদক্ষেপণে বিশাল জীবনে
কি ক'রে তোমাকে মেলাব কেবলি ভাবি,
সবে তো মাত্র শতাব্দী শেষ হলো
মেটেনি অর্ধপৃথিবীর গণদাবি ।
তুমুল স্বার্থপীড়িত ঝটিকাবর্তে
গর্জায় কালসাপেরা গর্তে গর্তে
ভেদপন্থীর কুটিল দলীয় শর্তে
সর্বহারার সংহতি খায় খাবি,
আত্মকলহজঞ্জালে মরি খুঁজে
হারানো তোমার 'স্বপ্নলোকের চাবি' ।

বিপ্লব ! আহা বিপ্লব কী পবিত্র !
অলখলক্ষ্য শোষিত ছাড়া কে জানে,
সে-লক্ষ্যপথে কোথায় অযুত মিত্র
মৈত্রীমন্ত্রসাধনার অভিযানে ?
শুধু কি তোমায় দেয়ালে টাঙিয়ে রাখব ?
যে-যার দলের জমকালো ছবি আঁকব ?

বিভেদের পাপ লাল পতাকায় ঢাকব ?
বিদ্বেষভরা স্বার্থকলুষ প্রাণে ?
প্রতিটি পদক্ষেপণে হোঁচট খাচ্ছি
দুর্গম গণমুক্তির সন্ধানে ।

তবে এসো/জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

[লেনিনের নামে শপথ]

রাস্তায় নেমে পড়বার আগে
ফিরে তাকিয়ো না ভেঙে-পড়া থামগুলোর দিকে ।
নেমে পড়ো আগাছাব মাঠে—
ধানের মুঠোয় হাত, কাস্তের উজ্জ্বল ধার
উল্লসিত সূর্যের দিকে ।
আমার প্রতিবেশী ভাইকে নিয়ে
দস্যুর দীক্ষায় আত্মঘাতী রক্তের তিলক পোরো না ।
প্রচণ্ড প্রসব নিয়ে প্রসূতির যন্ত্রণায় যুগান্তের মোড়ে
উত্তপ্ত হাতের চাপ তোমাকে দিলাম কমরেড ।
অনেক জমির ফসল তুলতে হবে, অনেক ভেড়ির
অনেক প্রাণের শস্যে ভরাতে হবে ভাণ্ডারের ক্ষুধা ।
মনে রেখো তফাত অনেক আছে
হিংস্র দস্যু আর তোমাতে । কারণ
লেনিনের নামে শপথ করেছ, মনে আছে ?
সংহত শক্তির চূড়ায় বিপ্লবের বজ্র দীপ্তি পাক ।

চম্বলেও তো বেঁচে আছে আদিম হিংস্রতা ।
সেখানে তুমি আর আমি নেই ।
একটা উত্তাল সমুদ্রের কাছে এসে পড়েছ কমরেড !
সমুদ্র ।   হ্যাঁ জনসমুদ্র !   নিরুদ্বিগ্ন ঝাঁপ দাও
নির্জন দ্বীপে ধ্যানকে
ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে এসো ।
ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়া রক্তাক্ত শরীরকে
আর কত আহত করবে ?
এক অখণ্ড শরীর নিয়ে এ কী ছিনিমিনি খেলা !
অথচ, পড়ে রইল মাঠ, পড়ে রইল কারখানা,
পড়ে রইল শহর, লক্ষ লক্ষ নর-নারীর গ্রাম ।
কান্নায় ঘামে রক্তে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গেল পথ—
তুমি মিথ্যার বেসাতি নিয়ে বসে আছ ।
দলাদলি গালাগালি বোমার বিস্ফোরণে
তোমার ভাষা হয়ে গেছে বিকৃত ।
ওদিকে, খনির খনিজগুলো পড়ে থাকে তোমাদের
মিলিত হাতের আশায় ।
মাঠের গভীর থেকে কান্না উঠে আসে ।
কারখানায় কারখানায় দ্বিধাছিন্ন সংহতি ।
শ্রমিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক ।
চাষীর বিরুদ্ধে চাষী ।
এক বৃহৎ পরিবার চিড় খেয়ে চৌচির···
কার অপরাধে ?
কোন অদৃশ্য শত্রু এই বিষ ফেনিয়ে তুলছে ?
লেনিনের নামে শপথ,

তাকে খুঁজে বের ক'রে চুরমার ক'রে দাও
চিরদিনের মতো।
আর, দোহাই তোমার,
পাগলাগারদঘেঁষা অপরিণত মূর্খ মস্তিষ্কের
বুলি কপচিও না।
আত্মহননের চিন্তা থেকে ফিরে এসো।
বিপ্লবের পথ ভগ্নস্তূপে ভ'রে গেছে
এ-পথ তোমাব নয়।
অস্ত্র নাও ঐক্যের, অস্ত্র নাও আধুনিকতম বিপ্লবের।
বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দাও তোমাব আসল শত্রুর দিকে—
যারা কান এঁটো করা হাসি হাসছে
আমাদের দিকে তাকিয়ে।
ইতিমধ্যে বহু জমি তোমাদের হাতে এসে গেছে।
এ প্রবল জয়ে,
গ্রামের নূতন মুখে রূপকথার গুঞ্জন।
আরও লক্ষ একর আছে,
আছে গোটা দেশটাই—
মুক্তির অপেক্ষায় অধৈর্য।

আজ লেনিনের নামে শপথ—
অনেক সময় গেছে. আর নয়।
মরতে হবে, মারতে হবে
প্রচণ্ড বাঁচার জন্যে
বিপ্লবীর বাঁচা—
লেনিনের নামেই শপথ।

এপ্রিলকে আমি ভালোবাসি/দক্ষিণারঞ্জন বসু

এপ্রিল !
জীবন-বসন্ত উৎসবের মাস এপ্রিল !
সুন্দর এই এপ্রিল মাসটিকে আমি ভালোবাসি ।
পৃথিবীর মানুষ এই এপ্রিলেই, বাইশে এপ্রিল,
অতুলনীয় উজ্জ্বল একটি তারার সন্ধান পেয়েছিল ;
সুন্দর এই এপ্রিল মাসটিকে তাই আমি ভালোবাসি ।

পৃথিবীর মানুষের মানসলোকে সেই তারাটি
আজও তেমনি অসামান্য দীপ্ত ।
এই পৃথিবীর মাটিতে এপ্রিলেই, বাইশে এপ্রিল,
তাঁর অবিনশ্বর অতি-মানবীয় আবির্ভাব ;
সুন্দর এই এপ্রিলকে আমি তাই এতো ভালোবাসি ।

একটি অপূর্ব স্বপ্নের সহজ রূপ ঐ অত্যুজ্জ্বল তারাটি,
অনির্বাণ একটি শিখার মতোই সেই স্বপ্ন জ্বলছে,
জ্বলবেও চিরকাল । সেই স্বপ্নেরই একটি সুর ভোলগার
কলধ্বনির সঙ্গে মিশে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দিগ্‌দিগন্তে ।
সেই স্বপ্ন সেই সুরই ক্রমাগত রচনা করে চলেছে
নতুন যুগের ইতিহাস । আর সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
রূপায়িত হয়ে চলেছে মানবমুক্তির পরম কাম্য স্বপ্ন
শতবর্ষ আগের ঐ পুণ্য দিন বাইশে এপ্রিল থেকে ;
সুন্দর এই এপ্রিলকে আমি তাই এতো গভীরভাবে ভালোবাসি ।

মুক্তির গান, মৈত্রীর গানে সারা পৃথিবী আজ উদ্ভাসিত

সাম্যের গান, ন্যায়ের গানে সারা পৃথিবী আজ উল্লসিত ;
পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আজ জীবন-বসন্তের উৎসব,
সে-উৎসবের সূচনা হয়েছে একশ বছর আগের সেই এপ্রিলে ;
আর একশ বছর পর এই এপ্রিলে ঐ স্বপ্নেরই এক মনুমেণ্ট
মানুষের কল্যাণে তৈরি হবে বিশ্বশান্তির ঐকান্তিক উদ্বোধনে
এপ্রিল তো উৎসবেরই মাস, জীবন-বসন্তের উৎসবে মুখর,
সেই উৎসবের প্রাণপুরুষের আবির্ভাব দিন বাইশে এপ্রিল ;
সুন্দর এই এপ্রিলকে আমি তাই এতো গভীরভাবে ভালোবাসি

লেনিন শতবর্ষে কোনো চাষী/দিনেশ দাস

বাবুমশাই, শুনেছি নাম তোমার !
বিশেষ ক'রে বাবুদেরই ছেলের মুখে শুনি
লেনিন তোমার নাম ।
তোমার নামে উথলে ওঠে সাগর মরু পাহাড় সমতল
তোমার নামে আকাশ হতে তৃণটি চঞ্চল,
তারই দোলা লাগল হঠাৎ আমার প্রাচীন গ্রামে,
লেনিন !
লেনিন !
একটি শুধু নামে ।

বাবুমশায়, আমরা তো আর মনিষ্যি নয়
মানুষ থেকে হলেম অনেক দুর,

আমরা "মুনিস"—ইতর শুদ্দুর :
জন্ম হ'ল 'বোম্মা' ভগমানের চরণ ছুটি থেকে,
ছাগলছানার মতন চরি ঘাসের ডগা চেখে।

আজকে নতুন গ্রাম-নগরীর যা কিছু রোশনাই
মোদের তরে নাই গো কিছুই নাই,
মোণ্ডা-মিঠাই, মাংস-লুচি, সরু চালের ভাত
খাওয়া এসব দুরের কথা—ভাবাও অপরাধ !
জমিন বাড়ি ইমারৎ আর রাতের 'ইলেকটিরি'—
আমরা শুধু মুনিস হয়ে করি মিস্ত্রিগিরি।
আমি থাকি বাঁশবাগানের সবার থেকে পিছে
খ'ড়ো ঘরের ভাঙা চালের নিচে,
পরনে সেই নেঙটিটুকু, সানকিতে জাউ খাই :
গজিয়ে-ওঠা গ্রাম-নগরীর যা কিছু রোশনাই,
মোদের তরে কিছুই তো হায় নাই।

বাবুমশাই, আমাদের নেই ভরসা কিংবা আশা,
আমরা মুখ্যু চাষা,
তবু তো আমি শুনেছি নাম তোমার প্রতিদিন
সর্বহারার প্রিয়তম কমরেড লেনিন।
ঘুমের ঘোরে ছুটে এলাম তোমার কাছে আমি
আমায় তুমি চিনবে ঠিকই জানি,
আমায় চেনে গ্রামের সবাই পাড়ার পাঁচজনে
আমি হলাম চাষীপাড়ার চূড়ামণি দলুই,
গ্রামের নামটি কাষ্টস্যাংড়া, হাওড়া জেলার কোণে।

মহারানীর আমল থেকে
দিল্লীরানীর আমল এল আজ,
অনেক কিছুই বদল হ'ল, বদ্‌লে গেল রাজ :
অনেক জল তো গড়িয়ে গেল হাওড়া পোলের নিচে
মোদের কাছে সকল হ'ল মিছে,
আমরা আছি যে-তিমিরে সেই তিমিরে
আঁধার থেকে প্রবেশ করি
আরো গভীর অন্ধকারের তীরে :
অন্ধকারে অন্ধ হয়ে ঘুরি,
কামার, কুমোর, মুন্সিপাড়ার জোয়ান বুড়ো-বুড়ি।

বন্ধু লেনিন! আজকে হঠাৎ তোমার নামে
নতুন আলোর ঝলক লাগে গঞ্জে গ্রামে,
তোমার নামে
কাস্তের মুখ ভ'রে ওঠে আজ ধানের গানে
তোমারি নামে
কামারশালায় হাতুড়ি হাপড় ওঠে ও নামে
তোমার নামে
আকাশ জুড়ে কে রামধনু আঁকে তুলির টানে
লেনিন! লেনিন! একটি নামে।

শত বছরের বাঁকা পথ বেয়ে স'য়ে কত হয়রানি
রাশিয়ার রেড স্কোয়ারের কাছে কখন এসেছি আমি,
কমরেড, তুমি কবরে ঘুমিয়ে আলো ক'রে কাঁচঘর—
স্বপ্ন তোমার পেরোয় তেপান্তর,

মস্কো ডিঙিয়ে ভল্গা পেরিয়ে যায়
কত নদনদী সমতল আর পর্বত-কিনারায়।

স্বপ্ন তোমার আমার আকাশে লাল তারা হয়ে জ্বলে
স্বপ্ন তোমার রাঙাল তুষার আমাদের হিমাচলে
ভারত-সাগর রক্তের মতো লাল হয় পলে পলে।
লেনিন, তোমার আগুন-স্বপ্ন ফণা তোলে সর্পিল
ছোবলাবে মাটি কখন অকস্মাৎ,
আগাছারা সব পরগাছাগুলো বিষে বিষে হবে নীল,
শেষ হবে এই দুঃস্বপনের রাত,
অমাবস্যার ঘোর—
দেখা যাবে ঠিক
কাকের মুখেতে বটফল যেন—টকটকে লাল ভোর।

২২শে জুন/সমর সেন

১

গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে যাই
কঙ্কালে ভরেছে দেশ।
এ রোদে সোনার ধান পোড়ে
মনে নীলকান্ত মেঘ শেষ।
কড়া রোদ যেন শাদা জানোয়ার
দীর্ণ করে পৃথিবী আমার।

দেবতাকে গাল দিয়ে কলকাতায় ফিরি।

এখানে বিরাট ব্রিজ
আসন্ন কালের সংকেতমহিমায়
মরাদেশে জীবন্ত মানুষের মতো
উদ্যত।
সন্তর্পণে ব্রিজ পার হয়ে
রক্তবর্ণ গোধূলিতে, ক্লান্ত জিজ্ঞাসার মতো,
যেন চিরকালের কেরানী, পদব্রজে
অন্ধকার গলির গহ্বরে ফিরি।
যন্ত্রের দাপটে আকাশজাহাজ
ছিন্ন করে বায়ুস্তর, খর শব্দ শেষ হলে
কিছুক্ষণ পরে বাজে আতঙ্ক-ভঞ্জন সুর,
তারপর রেডিওতে পুরবীর সুর।
অবস্থা সঙিন বটে। রুদ্ধ রাত্রি। কিন্তু
রুশ চীন দেশে রাক্ষস-নাকাল

দেখি লাল নীল সবুজ সকাল !
শৌখিন স্বস্তিতে
সত্তার গভীর নীলে কল্পনার পায়রা ওড়াই
যেন বাগানের অন্ধকারে নীল ফুলের রোশনাই ।

২

দুকোটি ক্ষুধার অভিশাপ
সংহত বাঙলা দেশে ।
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই,
নিবিড় মিতালি মহাজন ও শকুনে ।
দুর্দিন রপ্তানি কিছুদিন বন্ধ কর
এদেশে, হে দেব ! ক্ষান্ত কর দাক্ষিণ্য দারুণ ।
বিপুলা পৃথিবী ! অন্য দেশে লেগেছে আগুন,
কালসিটে কালোমেঘ, সূর্যাস্তের রঙ যেন মানুষের খুন
কিন্তু সেখানে আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গে
ধূমায়িত অরণ্য প্রান্তরে বিদীর্ণ পাহাড়ে
গুপ্তস্তরে পলিমাটি জমে ; দিগ্বিজয়ী সৈন্যদল,
দর্পহর বর্বর বাহিনীর, সহজ সকাল আনে ;
সেখানে ট্যাঙ্কের শব্দ স্তব্ধ হলে
বিধ্বস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন
জোসেফ স্টালিন ।

প্রেতলোকে যারা আনে প্রাণের স্বাক্ষর,
কর্ম আর চিন্তা যাদের জীবনে হরিহর,
অমর নমস্য তারা, ঈগল চক্ষুতে

তারা দেখে বিচ্ছিন্ন শহর গ্রাম, ধোঁয়াটে প্রান্তর,
আরো দেখে অবিচ্ছিন্ন জীবনের একসূত্র, ঘনিষ্ঠ প্রান্তর,
নারকীয় অন্ধকার পার হয়ে তারা আসে পাহাড় চূড়ায় :
লেনিন, স্টালিন, জুখভ ও গোর্কি,
তাদের আমরা চিনি। কিন্তু বুঝি না তাকে,
দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,
দুনৌকোর যাত্রী এই বাঙালী কবিকে,
বুঝি না নিজেকে।

লেনিন শতাব্দী/কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

অন্ধকার জরাজীর্ণ ঘরে
আলো এসে পড়ে।
কখন উড়িয়ে নেয় খড়কুটো
এলোমেলো হাওয়া। বিদ্যুৎ চমকায়
বাজ পড়ে!

দূরে অনড় পাহাড়
চমকে ওঠে, আর সমস্ত পৃথিবী ধুয়ে
বৃষ্টি নামে অঝোর বর্ষণে।

তৃষ্ণার্ত মানুষ
জতুগৃহ থেকে বেরুবার পথ খুঁজতে গিয়ে
মেঘে ঝড়ে নিঃশ্বাসে স্পন্দনে, জলের দর্পণে রাখে
তোমাকে লেনিন!

লেনিনের চোখ/সৈয়দ আবুল হুদা

লেনিনের চোখ দেখেছ কি তুমি পড়েছ কি তার ভাষা,
সে চোখের নিচে গোপন বজ্র রুষে ওঠে ফুলে ফুলে,
জ্বল জ্বল করে জ্বলছে সে চোখে বিশ্বজয়ের আশা,
সে চোখের নিচে স্নেহের সাগরে খেলা করে ঢেউ তুলে।

সে চোখের নিচে আষাঢ়-শ্রাবণ বেদনার বারিধারা
মহা-প্রলয়ের কালবৈশাখী উন্মাদ হয়ে নাচে,
সে চোখের নিচে ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব সর্বহারা
তার রোষানলে দস্যুরা পোড়ে, মানবেরা হেসে বাঁচে।

সে চোখের নিচে নতুন পৃথিবী আলো ও কুসুমে ভরা,
সে চোখের নিচে স্তব্ধ রয়েছে গোপন অগ্নিগিরি,
তার মাঝে নাই দুঃখ কষ্ট মৃত্যু কিম্বা জরা,
রাত্রি-দিবস আঁধার মথিয়া খুঁজে খুঁজে ফেরে অরি।

সে চোখের নিচে মুক্তিযোদ্ধা ভিড় করে দলে দলে,
তোমার আমার চোখের তারায় লেনিনের চোখ জ্বলে।

লেনিন/জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

এখনো পথের বাকি ; দীর্ঘপথ, চলেছে মিছিল
মুক্তির সংগ্রাম শেষ হতে আজও কতদিন বাকি
জানা নেই। জানি শুধু সংগ্রামেতে নইক একাকী
আমরা শোষিত যারা, সংগ্রামেই আমাদের মিল।
তোমার নেতৃত্ব নিয়ে একদিন সেই রুশ দেশে
নূতন আশার বাণী মানুষের গড়া ইতিহাস
ইতিবৃত্তে সম্ভাবনা, পেলো নব বাস্তবে আশ্বাস
সংগ্রামী মানুষ বোঝে তাদেরই জয় হবে শেষে।

আজও তো পথ চলি রক্তরাঙা সে-পতাকা নিয়ে
মনে পড়ে স্মিত হাসি, রিক্ত কেন তোমার ও মুখ।
প্রয়োজন এলে পরে বুক থেকে যেন খুন দিয়ে
বিপ্লবের রাখি মান। ইতিহাস রয়েছে উৎসুক।

যা ছিল অতীত, মুছে তুমি দিলে ভবিষ্যৎ দিন,
দিন যায়। প্রিয় হতে প্রিয়তর ক্রমশ লেনিন।

লেনিন—মহত্তর লেনিন…লেনিন/মণীন্দ্র রায়

দেখ, দেখ, মানুষটি কেমন
পেট্রোগ্রাডে, মস্কোতে, বা সাইবেরিয়ায়
কখনো গা-ঢাকা, আর কখনো বা বন্দীশিবিরের
পলাতক য়ুরোপের দেশে দেশে ঘুরে
আগুনে ও অশ্রুতে ও বিদ্রোহে কখন
পেট্রোগ্রাডে মস্কোতে মহান
মানুষে মানুষে…
আর এখন কেমন
মানুষটি রাশিয়া আর য়ুরোপের সীমা ছেড়ে ঐ
এশিয়া ও আফ্রিকাতে, লাটিন মার্কিনে,
বিপুল পা ফেলে, দৃপ্ত, অতিমানবিক
মূর্তির মতন স্থির…
দেখ, দেখ, তার
মাথাটা ঠেকছে যেন আকাশে, এবং
অশ্রু রক্ত স্বপ্নে প্রতিদিন
জীবনের দিগন্তের নিয়ত বিস্ফারে
কঙ্গো থেকে কিউবা থেকে দূর ভিয়েতনামে
শতবর্ষ না যেতেই মানুষটি কেমন
লেনিন—মহত্তর লেনিন…
লেনিন!

লেনিন যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন/গোলাম কুদ্দুস

সুবিধাবাদের কবরের উপর লেনিনের স্বপ্নসৌধ।
তার কক্ষে কক্ষে চেতনার নতুন আলোকমালা,
সোপানে সোপানে যুগসন্ধানী কলাকৌশল,
সিংহদ্বারে ধারাল বর্শাফলক, সুতীক্ষ্ণ তরবারি,
শত্রুব্যূহভেদী অগ্নিবর্ষী কামান।
বাতায়ন থেকে চোখে পড়ে
মেনশেভিক আর সোশালিস্ট রেভ্যুলিউশনারি আর
কাউটস্কিদের
ধরাশায়ী কবন্ধগুলির প্রেত-ছায়া।

তাই ব'লে মনে কোরো না সুবিধাবাদের হাতে ছিল না অস্ত্র,
তাই ব'লে ভেব না লেনিনের ছিল না রক্তমাংসের দেহ,
তাই ব'লে কল্পনা কোরো না লড়তে গিয়ে লেনিনকে হতে হয়নি
ক্ষতবিক্ষত।
যদি ওল্টাও ইতিহাসের পুরানো পাতা,
কিম্বা স্মৃতির উজ্জ্বল পৃষ্ঠা,
দেখবে প্রতিপক্ষের সঙ্গে পাঞ্জা কষার পর
লেনিনের কি দশা হ'ত,
স্নায়ুতন্ত্রী শিরাউপশিরা আপাদমস্তক বিকল হ'ত কিনা,
বিশ্রাম এবং প্রকৃতির কাছে লেনিনকে নিতে হ'ত কিনা
আশ্রয়,
বনের ছায়ায়, ঝর্ণার পাশে, পাহাড়ের নির্জনতায়
খুঁজতে হ'ত কিনা নতুন শক্তি।

তোমার আমার মতোই নরদেহধারী
আবার ফিরে আসতেন রণাঙ্গনে,
আবার তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ত, ওরা মার্কসবাদের উপর
শুয়ে পড়েছে, কমরেড
এসো আমরা ওদের চিতা সাজাই,
মার্কসবাদের উপর উঠে দাঁড়াই !

এবার লেনিনের নাম ধ'রেই যদি উঠে আসে
আর এক সুবিধাবাদ ?
তার উপর চিৎপাত হয়ে যদি
বিপ্লবের গাঁজার কল্কেয় দম দেয় ?
রাজা-উজির মারতে থাকে আর পথিকদের পথ ভোলায় ?
নিত্যনূতন পথচলার মানস-চেতনার ক্লেশ না বহন করে ?
তাহলে আবাব হয়তো জন্মের শতবর্ষে
শোনা যাবে একই কণ্ঠস্বর,
আমার উপর শয়নসজ্জা ছাড়ো, কমরেড !
আমাকে ভর ক'রে উঠে দাঁড়াও দয়া ক'রে !
তবেই আমি বাঁচব, তবেই আমি চলব !
আর সুবিধা থাকবে যতদিন, সুবিধাবাদের কীটাণুকীটও
জন্মাবে ততদিন !
তাই উদ্যত অসি কোষবদ্ধ কোরো না, কমরেড !
জীবনের রণাঙ্গনে ক্ষতবিক্ষত হতে পিছপা হয়ো না কখনো !
এমন কোন বীর আছে যার দেহমনে নেই আঘাতের বহু চিহ্ন ?

চলো ধরি/মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমে দাঁড়িয়ে পুর্বদিক দৃষ্টি-দ্রাঘিমায় বেঁধা
সূচ্যগ্র শাণিত লক্ষ্যবেধ
মর্মভেদী
        মানবিক
দৃষ্টির পিছনে দৃষ্টি কৌতুকতির্যক—
যেতে যেতে হঠাৎ থমকিয়ে যেন
যেন লাফ দিয়ে দ্রুত সাঁজোয়া-গাড়ির পিঠ থেকে
ডান হাতে মুচড়ে ফেল্‌ট-পেলব টুপিটা
তীক্ষ্ণ উচ্চারণ ক-টি কথা

ক-টি কথা
ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো মুখর নৈঃশব্দ্য
ওই কথা এসপ্লানেডে ভিড়ে ভেসে ভিড় পথ কেটে
ওই দৃষ্টি দীর্ঘায়ত লেনিন-সরণি

বহতা জীবন-পথে যাই চলো
এ-পথেও খানাখন্দ ট্রাফিক-ফুৎকার গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়
বাঁধা-লাইনে জরদ্‌গব ট্রাম
বাঁয়ে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞ চীৎকারের পারা-চড়া
ডাইনে লোভ চোখের বিবরে ঢোকে কলি
শোনো বলি
ভিড় কুশ্রী ভিড় কালোটাকায় ভালুক নাচে
নিজেকেই শত্রু ঠাউরে আস্তিন গোটায়

অসহ্য আক্রোশে নিজে সর্বস্ব খুইয়ে
পকেটমার ব'লে কাউকে প্রচণ্ড পেটায়
ভিড়
বিশ্রী বিশৃঙ্খল বিভ্রান্ত বিহ্বল ক্ষুব্ধ ক্ষিপ্ত রগচটা
জমাট-জটলা
দলা-পাকানো
তালগোল—
তবু পৃথক মানুষ মুখ মনের দর্পণ প্রত্যেকে সকলে
বান্ধব আত্মীয় স্বামী স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে
ঊর্ধ্বশ্বাস তবুও নিশ্চিত
চলে সামনে সমর্পণে গন্তব্য-সন্ধানে যেতে চায় নিজ মনে
সুখ-স্বস্তি-সাধ-নিকেতনে

চলো ধীর
ভিড় ভাঙি ভিড়ের একজন
পদক্ষেপে চমকে ওঠে পাথর-টুকরো ও
শব্দ
পাথরে পাথর লেগে স্ফুলিঙ্গ গনগনে
শব্দ
প্রতি পদক্ষেপে টুকরো পাথর স্ফুলিঙ্গ শব্দ
আরও একটি পদক্ষেপে হয়তো বিস্ফোরণ
আরও একটি পদক্ষেপ
ঘুমন্ত উৎসের মুখ উসকে দেবে এখনই হয়তো-বা
নড়ে উঠবে তোমার পায়ের নিচে
ভেঙে পড়বে আমার বুকের মধ্যে

পাথর চাঙড় দীর্ণ শব্দ শব্দ শব্দ অগ্নিস্রাব

পড়ন্ত বিকেলে
এখন পশ্চিম থেকে হাজার মানুষ মাথা টপকে টপকে
পূর্বে প্রসারিত দীর্ঘ দীর্ঘতর দীর্ঘ
লেনিনের ছায়া—
চলো ধরি লেনিন-সরণি ।

নাম/চিত্ত ঘোষ

কতো নাম আমি শুনেছি জীবনভর ঃ
কতো নাম আমি আজো শুনি প্রতিদিন
সে যেন শুদ্ধ চেতনার এক স্বর,
যেন হৃদয়ের প্রিয় প্রার্থিত ঋণ ।

সে তো শুধু কোনো মানুষের নাম নয়—
সে যেন ঝড়ের বিদ্যুৎময় শব্দ
সে যেন বিশাল সোনালি সকাল ঈগল
শিরায় শিরায় ডানা ঝাপটায় রক্ত ।

সারা দুনিয়ার সেরা সম্পদ হীরা :
দ্যুতিময় তাই নিত্যনবীন কুশ ।
শতায়ু তরুণ উদ্বেল, অস্থির
অতুল প্রেমিক, নিবিড় বিশ্ব-মানুষ ।

তিনি ডাক দিয়েছেন/বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তিনি যে রাজার রাজা এনেছেন ঝড় বাদলে
সুরের আগুন হীরা ;
রাঙালেন কৃষ্ণচূড়ায় পলাশে লেনিন আমার
চৈত্রের গম্ভীরা ।
সারা নিশি গেছে রোদন
তিনি যে অরূপ রতন
ভোর আসে ঐ ব'লে তিনি চোখের জলে পিছল পথে
বাজালেন মন্দিরা ,
রাঙালেন কৃষ্ণচূড়ায় পলাশে লেনিন আমার
বজ্রের গম্ভীরা ।
ভয়গুলি যায় হাত-পা ভাঙা
উঠল সূর্য দারুণ রাঙা
ডাক দিয়েছেন লেনিন তবে যায় যাবে জীবন ব'লে
ঐ ঘর ছাড়ে পড়শীরা ,
রাঙালেন কৃষ্ণচূড়ায় পলাশে লেনিন আমার
মুক্তির গম্ভীরা ।

লেনিন/সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

সবচেয়ে আশ্চর্য তিনি আমাদেরই মাপে গড়া লোক
আমাদেরই মতো সব, বেদনা আনন্দ ক্ষোভ শোক
আমাদেরই মতো তিনি জন্ম আর মৃত্যুর অধীন
আমাদের কমরেড লেনিন !

তবু ঠিক আমাদের মতো তিনি নয়
সমস্ত ক্ষুদ্রতা ভেদ করে ওঠা সে মহা বিস্ময়
প্রান্তরের মাঝখানে তিনি দৃপ্ত দীর্ঘ বনস্পতি
উত্তাল সমুদ্র ঝড়ে যে খুঁজেছে আপন সঙ্গতি
মৃত্যুতেও তিনি মৃত্যুহীন,
অথচ বুকের কত কাছে তিনি, কমরেড লেনিন !

স বান্ধবঃ/অসীমকৃষ্ণ দত্ত

মাথায় যখন কাঠফাটা রোদ
বুকফাটা রোদ চৌচির
তখন তুমি তৃষ্ণার জল
পাগলাঝোরা লেনিন ;
যখন বুকে তুষার-করা
কবরঘেরা কান্না
তখন তুমি আঁতুড় ঘরে
আগুন হাতে লেনিন !

খাড়া পাহাড়, লুকিয়ে আছে হাজার কালো সঙ্কট,
পিছলে গেলেই—হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাশে লেনিন !

লেনিন/সুকান্ত ভট্টাচার্য

লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।
আজকেও রুশিয়ার গ্রামে ও নগরে
হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,
মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।
বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন,—
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ ;
—আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।

সযত্ন মুখোশধারী ধনিকেরও বন্ধ আস্ফালন,
কাঁপে হৃৎযন্ত্র তার, চোখে মুখে চিহ্নিত মরণ।
বিপ্লব হয়েছে শুরু, পদানত জনতার ব্যগ্র গাত্রোত্থানে,
দেশে দেশে বিস্ফোরণ অতর্কিতে অগ্ন্যুৎপাত হানে।
দিকে দিকে কোণে কোণে লেনিনের পদধ্বনি
আজো যায় শোনা
দলিত হাজার কণ্ঠে বিপ্লবের আজো সম্বর্ধনা।
পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে,
লেনিন সমৃদ্ধ হয় সম্ভাবিত উর্বর জঠরে।
আশ্চর্য উদ্দাম বেগে বিপ্লবের প্রত্যেক আকাশে
লেনিনের সূর্যদীপ্তি রক্তের তরঙ্গে ভেসে আসে ;
ইতালী, জার্মান, জাপ, ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন,
যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন।

অন্ধকার ভারতবর্ষ : বুভুক্ষায় পথে মৃতদেহ—
অনৈক্যের চোরাবালি ; পরস্পর অযথা সন্দেহ ,
দরজায় চিহ্নিত নিত্য শত্রুর উদ্ধত পদাঘাত,
অদৃষ্ট ভর্ৎসনা-ক্লান্ত কাটে দিন, বিমর্ষ রাত
বিদেশী শৃঙ্খলে পিষ্ট, শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ—
এখানেও আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন ।

লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ ।
মৃত্যুর সমুদ্র শেষ ; পালে লাগে উদ্দাম বাতাস
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত ঘাস ।
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন ॥

বাইশে এাপ্রল, পঁচিশে বৈশাখের দেশে/সিদ্ধেশ্বর সেন

সত্যের মতোই
সরল
বলেছিলেন যেমন গর্কি

তাইতো চলেছেন তিনি অবিরল
মানুষেব প্রতিনিধি

চলেছে ডিঙিয়ে শতক
যেন বা বাঙলার বৈশাখী

পৃথিবী বিপুলা আর কাল নিরবধি
জ্বালিয়ে ইলিচ দীপাবলী
যেমন চলেছে সমাজতন্ত্র
প্রকৃতি, নক্ষত্র
কাকলি
যেমন সত্য, অভ্রান্ত

তেমনি তো জনপদ, নগর,
গ্রাম ও সংগ্রামের মিছিল
পঁচিশে বৈশাখের দেশে আনে
বাইশে এপ্রিল।

লেনিন শুধু কি নাম/কৃষ্ণ ধর

শুধু কি দিব্যতায় ঘেরা নাম অপলক অনির্বাণ শিখা ?
পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্যের অপরূপ সৃষ্টির বিদ্যুৎ ?
মর্মর বেদীতে বন্দী তাঁকেই কি প্রতিদিন অগুণতি মানুষ
ঋণের অঞ্জলি দেয় তন্দ্রাহীন রুশিয়ার তুষার প্রান্তরে ?

তিনি কি একাই জাগেন ক্রেমলিনে অর্ধশতাব্দীর
বিপুল মহিমা নিয়ে ক্লান্তিহীন অন্বেষণে মানুষের মনে ?
চারদিকে তাঁরই কীর্তি ইমারত, নদীবাঁধ, শস্যের খামার
নেহাইয়ে ঝলসানো লোহা, ইস্পাতের প্রখর চমক
সূক্ষ্ম কারুকার্যে কিংবা তাঁরই হাতে জেগেছিল নভেম্বরে
ফুলের বাগান।

তিনি কি বসন্ত দিন আমাদের বাঙলার প্রচণ্ড বৈশাখে
প্রতিক্ষণে খুঁজে তারে বিবাগী ঝঞ্ঝার বেগে মেঘে মেঘে
উতরোল দিনে
তিনি কি যৌবন-জ্বলা হুতাশনে আমাদের যজ্ঞের হবি ?
তাকেই তো জানি মানি শতাব্দীর প্রতীক্ষার শেষে।

তিনি কি শুধুই নাম ? জপমালা ? তারও কিছু বেশি কিছু
আত্মার কারিগর, শিল্পী তিনি স্বপ্নে ও বাস্তবে
সঙ্গতির পূর্ণতার সংগ্রামে ও শান্তির অবিরল স্তবে
হৃদয় জাগান তিনি নিদ্রাহীন প্রতিদিন ভ্লাদিমির ইলিচ
লেনিন।

খাড়াই পাহাড় শীর্ষে তুমি স্থির/বিতোষ আচার্য

আর এখন অহেতুক ব্যস্ত হইনে, কমরেড

কী অস্থির সময়ের তোলপাড়
ভূমিকম্প, ঝড়
প্রতিরাত্রে চৌকিদার চোয়াড়ে চীৎকারে
পর্দা ফাড়ে
গোপন বৈভব সব তন্ন তন্ন নেড়ে যায়···
কী বিপুল পাখসাটে রুক্ষ ধুলোঝড়ে
সবকিছু তছনছ তছনছ ··

অশ্বখুরে কম্প্রমান গোধূলির চৌচির আরসিতে
মুখ দেখে
অবশেষে এখন স্থিতধী

খাড়াই পাহাড় শীর্ষে তুমি স্থির
নিষ্পলক
লেনিন, তোমার কাছে পৌঁছবই

পৌঁছবই, তার আগে
এ-অস্থির অবয়বে, বিক্ষুব্ধ বুকের মধ্যে
কি আছে
কতটা
নিরেট ও নির্ভেজাল—

তীক্ষ্ণ তুরপুনে ফেলে দেখতে চাই :
এতাবৎ
কেবলি আনাড়ি হাতে সন্দিগ্ধ শাবল ছুঁড়ে ছুঁড়ে
বহু অভিযান ব্যর্থ
পরাজিত

বে-বারের হাটের চত্বরে ঝরাপাতার গভীরে
ক্লান্ত ফকিরের ঘুমে পড়শীর কৌতুক, ফিসফাস
মনে পড়ে
মনে পড়ে : কালবৈশাখীর দুর্দম প্রহারে
যত জীর্ণ ঝরাপাতা
কি ভাবে ঘূর্ণির লেজে লেজে
নিমেষে উধাও :
কী ভাবে গভীর রাত্রে
একা দীর্ঘ পথ ভেঙে
গিয়েছে সে উত্তরের দিকে ··

খাড়াই পাহাড় শীর্ষে তুমি স্থির
কমরেড লেনিন
তুমি দেখো, আমরা তোমার কাছে পৌঁছবই ।

কলকাতায় লেনিনের মর্মরমূর্তির জন্য ব্যক্তিগত ফলক/জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

"Lenin, simplest, most human, and yet far-seeing and immovable."

মানুষ নিছক মানুষ যদি চায়
বিপ্লবী নয় বিদ্রোহী নয় বিশ্বনেতা নয়
লেনিন তুমি দাঁড়াও এসে আগে।

মানুষ যদি মানুষ ছাড়া আর কিছু না-চায়
যোদ্ধা নয় বোদ্ধা নয় বাগ্মীবীরও নয়
লেনিন তুমি দাঁড়াও পুরোভাগে।

মানুষ যদি শুদ্ধ সহজ নিভাঁজ মানুষ চায়
মহামানব মহৎ প্রাণ মহাপুরুষ নয়
তোমার কথা শিশুরও মনে জাগে।

মানুষ ভাবে শুধবে কাকে মানবতার ঋণ—
মানীর কথা ধনীর কথা গুণীর কথা নয়
লেনিন নাম লিখবে রাত্রিদিন—
শুদ্ধ শিশু সহজ মোটা দাগে।

তার জন্যেই/প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

তার জন্যেই যৌবন জেগে থাকে,
তার জন্যেই জেগে থাকে আশা—যৌবন সহচরী,
অসীম ধৈর্যে ছায়াম্লান শর্বরী
দীপ নিভে গেলে, আবার তারার প্রতীক্ষা জ্বেলে রাখে।

সঙ্গী সে তার ভোরের সূর্য
জঙ্গী প্রাণের বাঁকে
সপ্তাশ্বের বল্গা মুঠিতে ধরে,
উষ্ণীষ তার যায় দেখা ঐ দুর্গম গিরিশিরে
কখনো চকিত উপত্যকার মোড়ে।

রণক্ষেত্রের পরিখায় শুয়ে
কেউ শোনে তার ডাক,
কেউ তাকে পায় খনির অন্ধকারে,
সাইবেরিয়ার তুষার ঝড়েও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো
একটি মানুষ
ফুল ফোটানোর উত্তাপ তার হৃদয়ে রেখেছে ধরে।

কঠিন ব্রতের সঙ্গী সে-জন, দেখা মেলা তার ভার,
কোন অলঙ্ঘ্য শিখর যে তার চোখে!
সেই এনে দিলো জনতার এই সূর্যস্নাত দিন
রাত্রিকে ছিঁড়ে বজ্রের খরনখে।

শুনেছি সে আসে রাত্রিদিনের চরম সন্ধিক্ষণে—

মাটির জঠরে লক্ষ বীজের ভ্রূণ
দল মেলে আর বুকের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে
মরা ডালে ডালে রাঙায় যখন বাঁধ-ভাঙা ফাল্গুন।

লেনিন, তুমিই/দুর্গাদাস সরকার

প্রতি মুহূর্ত জীবনের জিজ্ঞাসা,
উঠেছে এবার শ্রেণীসংগ্রামে ঝড়,
রক্তমূল্যে জীবনকে ভালোবেসে
প্রতিটি ঘটনা ঘটবে ভয়ঙ্কর।

তবু নির্ভয় আমরা জটিল পথে,
না চাই যদিও—অনিবার্যই রণ,
দীক্ষিত মোরা আজ মার্কসীয় মতে,
সঠিক চিনেছি কারা সেই দুশমন।

সহজ সরল সে-পথে চন্দ্রোদয়,
অভাবের জ্বালা তবু প্রতি রোমকূপে।
লেনিন, তুমিই দূর ক'রে সংশয়
জটিল এ-পথে এনেছ নতুন রূপে।

লেনিনের ছবি/লোকনাথ ভট্টাচার্য

কথায় মুড়ি ভাজল পট পট পটাপট চমৎকার।

জোরাল বক্তৃতার চোখা-চোখা বুলি বুকে প্রার্থিত পটকা ফাটায়, লাল-নীল আতশবাজি—নিরম্বু কলকাতার ঘামে-রোদ্দুরে উঃ সে কী হাত-পা নাড়া—বসন্তের কিংশুককে ছুয়ো দেওয়া পতাকা চারিদিকে।

সভা শেষ হলে একা বসে থাকি, শিখণ্ডী ক্লান্তির পিঠের আড়ালে কিশোরী রাত্রি যখন এক-পা এক-পা এগোয় সন্তর্পিতা, শব্দ কেশো রোগী হোঁচট খেতে খেতে থামে। অচিরেই একটু-আধটু ক'রে যুঁই-বেল শুরু করে গন্ধ নিয়ে লোফালুফি কৌতুক—পাকা খেলোয়াড় অন্ধকার দুরন্ত কায়দায় কোমর বেঁকিয়ে ছোঁড়ে বিশাল ধীবর-জাল।

শুধু ছবিটাই ভুলে ফেলে গেছে, তাই যৌবন ভিন্ন যে-মানব-কেশরীর রূপ ছিল না, সে এই এলোমেলো খালি চেয়ারের সারি, কোথাও পরিত্যক্ত একপাটি চটি, জমাটে ঘাম আর ধুলোয়-অন্ধকারে ব'সে ব'সে বুড়ো হয়—হায়, চোখে পিচুটি পড়ে। আর, আহা বাছা গো, কী ভয়ঙ্কর একলা মানুষটা—আবছা আলোয় মনে হয়, মুখে একটার পর একটা পেরেক ঠুকেছে কারা।

খোকাখুকুরা এতক্ষণে যে-যার বাড়িতে, গা ধুয়ে আসন-পিঁড়ি নিশ্চয়, সামনে বাড়া ভাত। রান্নাঘরের রঙ-চটে-যাওয়া দেয়ালে আর ঝুলে অভ্যাসের বৈরাগী শান্তি।

আমিও উঠে পড়ব। ফেলে যাব শূন্য সভা, নির্জন ছবি, নিশীথিনীর নিশ্বাসে বয়ে আনা কোন আজো ঘুমন্ত ভোরের চাবুকের শপাং শপাং।

তোমার নাম মনে পড়লে/ধনঞ্জয় দাশ

তোমার নাম মনে পড়লেই
আমার চোখের সামনে
দুলতে থাকে
স্বপ্নের পৃথিবী।
তোমার নাম মনে পড়লেই
আমি শুনতে পাই
শৃঙ্খল-মুক্ত ভালোবাসার গান।
তোমার নাম মনে পড়লেই
আমি স্পষ্ট দেখতে পাই
রাত্রির আকাশজোড়া সূর্যের বল্লম
ক্রমশই ছিঁড়ে আনছে অনিবার্য দিন।

কমরেড লেনিন,
আমি কবি, এই বাঙলাদেশে ব'সে
তাই আত্মজিজ্ঞাসায় ভাবি:
এ-প্রজন্ম কবে শুধবে তোমার সেই ঋণ,
কবে আমাদের রক্তে বাজবে
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি: লেনিন···লেনিন।

জল দাও, জল…/সুনীলকুমার নন্দী

খর তাপে ফেটে চৌচির মাঠ, মজা খাল-বিল—
তৃষ্ণায়
জল দাও, জল…
ঈশ্বর,
ঘন
শ্রাবণের মেঘ ঝরাও ঝরাও ..
হায়রে নিয়তি,
আকাশে ছাই।

"কে কোথায় খোঁজো ঈশ্বর, এসো
রক্তে মাংসে পাথুরে পেশীতে
ধনুকে টান ..."

কাল-কালান্ত ছুঁয়ে ও কে হাঁকে ?

এই তো
মিলিত বাহুর টঙ্কার, যেন
গাণ্ডীব,
ছোটে
পাথর-খসানো তৃষ্ণার জল,
ঢেউ ভাঙে,
ঢেউ
চেতনার স্বর

বুকের ছিলায় বেজে ফেরে যেন
কাতরানি নয়
শান্ত
অমোঘ
লেনিনের ডাক…শঙ্খ…
মিছিলে
পরস্পরের
কাঁধে কাঁধ রাখে খর তাপে পোড়া তৃষ্ণা,
বুকের
ভরো ভরো তিথি, দিশাহারা বেগ
শত বাহু মেলে ঝাঁপ দেয়,
জলে
থই থই নদী খাল বিল মাঠ।

লেনিন/অমিতাভ ঘোষ

পদ্মরাগ মণি তুমি
রক্তরাঙা আলো
অনির্বাণ যন্ত্রণার
অন্ধকারে জ্বালো।

প্রতিটি ভোর নতুন জন্মদিন/গৌরাঙ্গ ভৌমিক

আগুন জ্বালার প্রয়োজনে পাথর ঘষেছিলাম,
কঠিন আলোয় দেখি তোমার মুখ।
চেঁচিয়ে উঠে, সবাই ডাকে লেনিন
সাহস দিলে, দুঃসাহসী বুক।
তখন থেকে কারাগারের দেয়াল ভাঙা শুরু
পাথর ভাঙা পাহাড় চূর্ণ করা
তখন থেকে চতুর্দিকে শেকল ভাঙা শুরু
কালো পাখির কালো পালক ছেঁড়া।
রক্তে শুনি, আদিম ভোরে, তোমার কণ্ঠস্বর
অসম্ভবের দুরন্ত গান গাওয়া—
জোয়ার জলে পাল-তোলা নাও, প্রথম অনুভব,
ঈশান কোণে হাওয়া।

২

তবে কেন বয়স হিসেব ? কোন হিসেবে শতবর্ষে লেনিন ?
অযুতবর্ষ আগের থেকে পালন হচ্ছে অনেক জন্মদিন—
সূর্যোদয়ে মুক্তি কামনায়
পিতামহের রক্তঝরা নামে।
পালন হচ্ছে কঠিন প্রতিজ্ঞায়
কারাগারে, শহর-গঞ্জ-গ্রামে।
জাগরণের প্রথম গানে পূর্বপুরুষ চিরটা কাল ডাকেন :
ভিন্ন নামে একটি নাম-ই লেনিন।
উৎসমুখে জেগে আছেন তিনি।
প্রতিটি ভোর নতুন জন্মদিন।

আমার শিল্প/আলোক সরকার

[ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনকে নিবেদিত]

অনুত্তেজিত স্থলপদ্ম সকল কাননময় তোমার অস্বীকার ।
আমার অপছন্দ এই অবহেলা ।
আমার সম্পূর্ণতা পূর্ণায়ত দৃষ্টি, প্রতিটি বস্তুর স্বাধিকার
সেইখানে মাননীয় ।

এখন শ্রাবণমাস মেঘমেদুর গগন কালোমেঘের স্মরণীয়
সংবেদনী নিঃসীম আমার সারাবেলা ।
তোমার একাগ্রতা আত্মময় নিবেশ একক উচ্চারণ ।
প্রস্তুতির ভিতর ছিল এইরকম প্রাণনা ?

আমার প্রস্তুতি লালমাটির ঘর নদীর পাড়ের পথে
কতোরকম ছুটে যাওয়া—এই আমার উপাসনা,
আমার সাধনা ।
অন্ধকারের অন্তরালে নির্মিত যে-শিল্প তাকে আমার ভয় !
আমার শিল্প বকুলতলার নিবেশ, রৌদ্রময় শপথে

প্রতিটি ছবির অন্তর্লীন প্রতিটি ছবির বিশ্লেষক
প্রতিটি ছবির প্রণয়
সম্মিলিত স্বাধিকারে গগনভরা কোলাহল, গগনভরা অন্ধকার ।
তমসাময় মাতৃগর্ভ তমসাময় মৃত্তিকাতল, মানুষ এবং বৃক্ষ
ধূসর নির্বেদ । আমার শিল্প নির্বাচিত নির্মাণ, উজ্জ্বল উপচার ।

লেনার নামে লেনিন/তরুণ সান্যাল

সাইবেরিয়ায় বিশাল লেনা নদী
তুহিন ভূমি প্রাণ পরশে শ্যাম
পাথার পাথর বরফ চেরা গতি
নীল সাগরে ছুটেছে উদ্দাম।
লেনার দেশে নির্বাসনে ইলিচ
বুকের মধ্যে গোটা দেশের জ্বালা।
ছড়িয়ে যান ঘুমতাড়ানি বীজ
মনের মধ্যে দিন বদলের পালা।

এই দুনিয়া বন্দীশালা প্রায়
প্রভুর পায়ের তলে মানুষ দাস,
এই দুনিয়ায় শিকল বাধা পায়
জার-জমিদার-মুলধনী সন্ত্রাস।
খনির গুহা তাগদ-খুনী খাদ
চিমনি চুঁয়ে শোণিত ধোঁয়া মেশে
ছাঁটাই ক্লোজার বন্ধ তালার ফাঁদ
শাসন, ত্রাসন, শোষণ সারা দেশে।

অথচ মাটি প্রেমিকাবধূ, শ্রম
কঠিন পুরুষ প্রেমিক উপমায়—
মুক্তললাট ছিঁড়তে ছোটে ব্যোম
হায় পায় পায় শিকল ঝনঝনায়।
রাজা আমীর পুঁজিমালিক বেনে
সমাজ ব্যেপে রয়েছে পরগাছা
ধুলোর ঝুঠোয় সোনার মুঠো কেনে

আইন, জেলে মুক্তিহীন খাঁচা।

ফিতা ঘুরছে, যন্ত্রে বাস্প ফোঁসে
বিদ্যুতের চাপ ঠেলা দেয় চাকা
শস্যফলা মাঠ চলেছে চষে
মজুর-চাষার ঘর তবু রয় খাঁ খাঁ।

চলেছে প্রভু লড়াইয়ে, অভিযানে,
উর্দি চড়াও, নাও কাঁধে বন্দুক
কালো-বাদামী-ধলা-পীতেরা জানে
পাপী নসিবে প্রভুর সেবাই সুখ।

প্রভুর বাড়ে ব্যাঙ্ক কারবার গোলা
প্রভুর চাবুক জজসাহেবের বুলি,
রুখে উঠলে যমের দরজা খোলা
সৈন্য তলব, পুলিশ লাঠি গুলি।

মানুষ শুষে পিঁপড়েকে দেয় মধু
মানুষ মেরে গীর্জায় দেয় বাতি
সিঁদুর মোছে ওদিকে চাষী বধু—
বেকার যুবার শুকিয়ে আসে ছাতি।

দানবশাহী 'জার' বাদশার হুকুম—
সাইবেরিয়ার নির্বাসনে ইলিচ
উষায় পুবে রুশের ভাঙে ঘুম
ছড়ান তিনি জাগরণের বীজ।

"গোলামখানা ভাঙো," যেমন নদী
বরফ-গলা প্রবাহে অমলিন
যেমন লেনা প্রবাহে নিরবধি
ইলিচ হন বিশ্বপ্লাবী লেনিন।

যেমন লেনিন/অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

খুলে ফেল বসন্তের দিনে
জামা-জুতো পোশাক-আসাক
যা নতুন হচ্ছে দিনে দিনে
তা নিজের সংজ্ঞা ফিরে পাক।

মধ্যবর্তী ফুলের শোভায়
সামাজিক শখের শাসনে
চেনামুখ হারিয়ে না যায়।
যাও ধ্বংসে, নবনির্বাসনে।

রাজলিভ-এ যেমন লেনিন
অগোচর, ছিলেন স্বাধীন।

লেনিন-মূর্তির প্রতি/শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তোমাকে বিশ্বাস ক'রে দূরদেশে ফেলে রাখা যায়?
তাই কাছে পাবো ব'লে দাঁড়িয়েছ কেন্দ্রে ও শহরে—
একাকী, যে-লক্ষ্যভ্রষ্ট তাকে দাও মনসা সংবিৎ
ঐ শোভাযাত্রা, ঐ ছিন্নভিন্ন মন্ত্র ও হৃদয়ে
তুমি যেন ফিরে আসো—আদর্শে একত্র করো ওকে।
পার্থক্য পল্লীতে থাক, গ্রামে গ্রামে, নৈশে ও আলোয়;
তীব্র তুমি, ভালোবাসা দিয়ে বাঁধো শ্বেত ও কালোয়
দীক্ষাগুরু, একাকী মন্দিরে তুমি একনাথ, শতপুষ্প জানে

কাঁর আদি-অন্তে পূজা, কে কর্তব্য করে, অনুমানে
কোন বিপ্লবের ছাত্র যথার্থ অবুঝ কল্পনায়—
তোমাকে বিশ্বাস ক'রে দূরদেশে ফেলে রাখা যায় ?
তাই কাছে এনে রাখা, যদি আমি মিছিলে না যাই···
যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে প'ড়ে থাকি ফুলের বাগানে—
তোমাতে বিশ্বাস যদি নাও থাকে, জানি ক্ষমা পাবো ।

লেনিন/স্বদেশরঞ্জন দত্ত

যেখানে মানুষ তুমি সেখানেই—

তোমার পায়ের চিহ্নে ডুবে গেছে,
মন্ত্রে ভেঙে গেছে
প্রাচীর দেয়াল,
পথ খুলে গেছে,
বুকে
সম্মিলিত মানুষের স্পর্ধিত মিছিল ।

ভয়ের মুখোশ ছিঁড়ে গেছে
কে তোয়াক্কা করে আর মাতালের আরক্ত নয়নে
যেখানে মানুষ তুমি সেখানেই—
স্পর্ধা
মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে
মানুষের পরিচয় নিয়ে
বাঁচার তৃষ্ণা নিয়ে জেগেছে মানুষ,

কে তোয়াক্কা করে আর শয়তানের মিথ্যা প্রকরণে।

ধানের ক্ষেতের থেকে বারুদের গন্ধ উঠে আসে
ফুসফুসে দানা বাঁধে,
রক্তে তা তা থৈ,
কে তোয়াক্কা করে আর
যখন সম্মুখে তুমি রয়েছ দাঁড়িয়ে।

লেনিন/মোহিত চট্টোপাধ্যায়

জাদুঘরে এলেই দেখবেন
মানচিত্রে কাটাকুটি খেলে
রক্তমাখা একটি পেন্সিল দুখণ্ড বাঙলার দিকে চেয়ে আছে।
আমাদের মায়ের মতোন বাঙলাদেশ ক্রমাগত দুঃখ পায়
আমাদের মায়ের মতোন বাঙলাদেশ দুঃখ মুছে ফেলে
রক্তের প্রকাণ্ড ফোঁটা সে যেন আঁচল তুলে মুছে দেয়
সমুদ্রের মতো বড় ঢেউ তুলে সন্তান সাজায়।

লেনিন,
এ-আমার জন্মভূমি, এ-মাটিতে তুমিও হেঁটেছ
মৃত্যুর পরেও তুমি হেঁটে যাচ্ছ, সভা করো বুকের ভিতর
সারি সারি পতাকার ফাঁক দিয়ে প্রশস্ত ললাট

রৌদ্রের প্রচণ্ড রাগ শুষে নেয়
পদক্ষেপ বলবান করে ।
এ-সময় যদিও বসন্ত তবু কিছু কিছু প্রজাপতি অন্ধ হয়
গোলাপের গৃহ ভেবে ঢুকে পড়ে ব্যাধের খাঁচায়
পা পিছলে পড়ে যায় বেগবান ঘোড়া
চলন্ত ট্রেনের থেকে ঝাঁপ দিয়ে খুন হয় শূন্য ফুলদানি ।
আমাদের ঘর ভাঙে, ঘরের দেয়ালগুলি চায়নি কখনো—
লেনিন,
এইভাবে আমাদের কালক্ষেপে বয়ে যায় সুগন্ধ সময় ।
কালক্ষেপ কত বড ব্যাধি তুমি জানো—
একটি পলক চুরি হয়ে গেলে বসন্তের আগমনে দেরি হয়
জলের ভিতরে জল চিরে যায়, এমনকি ঘাম হয় সমুদ্রের গায়
ভীষণ ব্যথায়
ধুলোয় আছাড় খেয়ে বেলা ভেঙে যায় ।

লেনিন, তোমার নামের বানানে চারদিকে ভীষণ ভুল হয়ে যায়,
লেনিন—
কে কেমন উচ্চারণ করে তার দারুণ ডিবেট
মাঝে মাঝে ক্লান্ত করে ।
তুমি যেন লাল বল, ময়দানে দশ হাতে লোফালুফি খেলা
তুমি তো সঠিক রেফারি
হুইসল বাজিয়ে বলো, কোনখানে ফাউল—
আমার সবল থ্রো-এ জিতে যেতে চাই ।

উদাসীনতার পরিপার্শ্ব থেকে দূরে/শিবশম্ভু পাল

উদাসীনতার পরিপার্শ্বে গ'ড়ে ওঠে
গন্ধহীন রঙচঙে গাছ
চারিদিকে সূক্ষ্মতম কাঁচ
কাঁচের ওপাশে যত কোলাহল, ধুলোমাটি, রক্তপদ্ম ফোটে।

সচেতন দেহলগ্ন জীয়ন্ত স্নায়ুর
যাতায়াত থেমে গেছে পরিব্যাপ্ত সাগরসঙ্গমে
নদী হতে ভুলে গেছে, জ'মে
নিমীলন, তন্দ্রাঘোর, স্মৃতিভারাতুর।

নির্গন্ধী রঙিন গাছ পেয়েছে আহার অন্তর্লীন
অভিশপ্ত মৃত্তিকায়, চারিদিকে হীনমন্য পরাভব, সূক্ষ্মতম কাঁচ ;
ওদিকে মাদল বাজে, লোকায়ত যূথবদ্ধ নাচ
নিরন্ত স্বাধীন।

সেখানে তোমারই সত্তা প্রকীর্ণ লেনিন।

শতবর্ষে, কমরেড লেনিন/মানস রায়চৌধুরী

বিপ্লবের মাইল মাইল হাজার মাইল দূরে
ঠাণ্ডাঘরে মাইক্রোফোনে শতাব্দীর বাণী
তোমার ছবি সে ঘরে নেই, তোমার ভাষ্য এখন
কফির চুমুক, পার্ক হোটেলে কালো গাড়ির স্বস্তি
পিচের রাস্তা ভাঙতে ভাঙতে গহ্বরের কাছে
প্রতিশ্রুতি টুকরো ক'রে অন্ধকার দেখায়
এক পশলা বৃষ্টি হলে যে-পথ থৈ থৈ
সেই ডোবাতেই তোমার নামের লাল তারকা ফোটাই
এর বেশি নয় পৌরপিতার ঋণস্বীকার, লেনিনগ্রাদের ঝড়
কাঁপিয়ে ফিরছে সারা বিশ্ব, বলিভিয়ার অনন্ত প্রস্তুতি
আর এখানে মূর্তি অপসারিত যজ্ঞ—ক্রান্তিকারী মন্ত্রে
ঠাণ্ডাঘরে আইন ভাঙাগড়ার খেলা, তোমার ভাষ্য মেনে !

বিপ্লবের তাস ফাটছি, দফতরের কুর্শিতে গা ঢেলে
পাইক এবং বরকন্দাজ, গলায় রুমাল সব রয়েছে ঠিক আগের মতো
এর বেশি নয় শতবর্ষে, শরিকী সংঘর্ষরোধে বড়-মেজোর চুক্তি ।
জোঁক-জোনাকি বুকে পিঠে, তিন বিঘে জল
পায়ে ঠেলছি সারা শ্রাবণ মাস
ভবিষ্যৎ কে দেখাবে—সাতজেলে কি হরিণডাঙ্গার মোড়ল
মাথার উপর তোমার স্মৃতির বিশাল চন্দ্রাতপ
আমরা তোমার নাম জানি না গ্রামান্তরে লাল পতাকা শুধু
একশ বছর পূর্ণ হলো, দফায় দফায় প্রতিশ্রুতি ঠাণ্ডাঘরে
ডানলোপিলোয় শুয়ে ।

কেন যে লেনিন/অমিতাভ দাশগুপ্ত

কেন যে লেনিন, কেন যে প্রাণের অপুষ্প শাখে শাখে
পলাশের ব্যথা—না কি সে বৃক্ষ শমী,
হাড়ে হাড়ে তার সঞ্চিত বারুদের
প্রতীক্ষা জ্বালা? যেভাবে পলতে থেকে
হঠাৎ আগুন জায়মান দ্রুত ছুটে যায় উদ্দাম,
জ্বলে পুড়ে খাক নিবিড় বনস্থলী,
ভস্মলোচন, দাবদাহে পোড়া সে-অবসানের
শবসাধনায় কেন যে আসীন
নির্মম রোষে লেনিন।

আমাকে বানাও যেমন ইচ্ছে তোমার।
চতুর শিবার অভ্যাসে দুই চোখে
নিষিদ্ধ লোভ—ঝোপ বুঝে কোপ মারা
চর্চায় গেছে যৌবন—যায় বয়স অন্তরীণে,
মাথার ভিতরে হিসাবের কানামাছি
কুড়ে কুড়ে খায় মমতা, মায়া, বিবেক,
জন্মদাসের গদগদ অভিলাস্যে
মানুষ আমার নাম শুধু অভিধানে,
ভালোবাসা নয়, হাট খোলা ময়দানে
বাকা পিঠে স্রেফ চালাও একশো কোড়া,
গলে ধুয়ে যায় পাপের বেতন ছিন্ন মজ্জা মাংসে,
ভস্মলোচন, শবসাধনায় হও সমাসীন
নির্মম রোষে লেনিন, কেন যে লেনিন!

যোগফলে/শ্যামসুন্দর দে

এক এক ক'রে সংখ্যা
যোগফলে ক্রমশই বাড়ে
সেই যোগফল স্ফীত হতে হতে
ভীষণ আকার হয়ে আছড়ে আছড়ে পড়ে
গঙ্গার প্রান্তর, মাঠে মাঠে।

যখন মেশিন ঘরে জমে থাকা অন্ধকার
বুক চাপা থোকা থোকা কান্না
রক্তের দামেতে কেনা জীবন-জীবিকা
নদীর দু-কূলে তার যে-সব কাহিনী

জলের ধারায় মুছে দিতে
একে দুয়ে যোগফল বাড়ে।

মজুর কৃষকে যোগফলে
পাশাপাশি ওরা সব
একটি নাম স্বপ্নের মতো
ধ্রুবতারা ঠিক ক'রে পথ চলে।
সেই নাম ছড়িয়ে ছড়িয়ে
যোগফল ক্রমাগত বাড়ে।

জীবনের ভালোবাসা
জীবনের বেঁচে থাকা—যুদ্ধ
লেনিন একটি নামে সমাহিত।

আমি তোমার কেউ নই/দিব্যেন্দু পালিত

আমি তোমার কেউ নই,
কমরেড লেনিন!
আমার দু-পাশে
আরক্ত গভীর দেয়ালের মতো তোমার নাম,
দুর্ভিক্ষের শস্যের মতো তোমার অস্তিত্ব,
যাবজ্জীবন শূন্যতার দিকে
এগিয়ে যায় ক্রমশ।

রাস্তায় রাস্তায় তোমার নামে
মানুষ
মানুষের বিশ্বাস ছুঁয়ে বাখে।
তাদের উত্তোলিত হাতে
তাদের রুদ্ধ কপালের ঘামে
তাদের কণ্ঠস্বরের তীব্রতায়
পৃথিবী থেকে পৃথিবীর
বদল ঘনিয়ে আসে দ্রুত।
প্রশান্ত বিকেলের কার্নিশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে,
ভাঙা ব্রীজের এ-পাশ থেকে,
আমি তাদের দেখি।

আমি তোমার কেউ নই,
কমরেড লেনিন।

অতীত থেকে বর্তমানে আমার রাস্তাগুলো

ক্রমশ একই মোড়ে ফিরে আসে।
গর্ভগৃহের দিকে তাকিয়ে অনারব্ধ শিশুকে
ঘৃণা করি আমি ;
কৃষকের হাতের কাস্তে
আমাকে ফসল ভাবায় না ;
মাঠের শস্য ঘরে তোলার মুহূর্তে
সজীব খাদ্যের গন্ধে
উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে আমার নিশ্বাস।
মানুষের পিছনে মানুষ সমবেত হবার মুহূর্তে
প্রবল বিবমিষায় শিউরে ওঠে
আমার সমস্ত শরীর !

.

পরিবর্তনের মুহূর্তগুলিকে আমি
শুধুই চিনে রাখি।
মিছিল চ'লে-যাওয়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে
পায়ের পর পায়ের ধুলোয়
নিজের গতি খুঁজি ; আর
প্রশান্ত বিকেল অন্ধকারে ঢেকে যাবার মুহূর্তে,
দুই গভীর দেয়ালের সংস্পর্শে দাঁড়িয়ে
বিবেকের সঙ্গে চালিয়ে যাই
নিঃশব্দ আলাপ।

আমার ভূমিকা/জয়ন্তী সেন

তোমার স্বপ্নের ভিড়ে আমিও ছিলাম
এবং আমার নাম
তুমি ভোলো নাই,
প্রতিশ্রুত সূর্যোদয় বিলম্বিত, নীরব সানাই
নৈঃশব্দ্যে অভ্যস্ত মৌন পৃথিবীর রাত্রি অনুভবে,
আমাকে আশ্বাস দাও—হবে, ভোর হবে।
তোমার প্রেমের গল্পে, হে লেনিন, আমার ভূমিকা
চিরায়ত আগুনের শিখা।
আমার উজ্জ্বল মুখ সময়ের কঠিন পাথরে
আশ্চর্য সুদক্ষ শর্তে রেখেছিলে ধ'রে।
যত তীব্র বেগবতী প্রত্যাশিত ঝড়
তোমার প্রাণের অংশ আমিও অমর।

বোধের ঐশ্বর্য, লেনিন/সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের চোখে আছে ভালোবাসা
বোধের ঐশ্বর্যে আঁকা ছবি, লেনিন
আদিগন্ত জুড়ে দেখা স্বপ্নভরা ফসলের মাঠ
আমাদের বুকে আছে জন্মের যন্ত্রণা
আজন্ম রক্তের ঋণ

হৃদয়ে কুলুপ দিয়ে ভালোবাসা নয়
ভালোবাসা টান টান বহতা নদীর স্রোত
মানুষের প্রত্যয় প্রকীর্ণ মুখ

আমরা তো জানি দু-আঙুলে স্বেদ মুছে
ছিটিয়ে দুফোঁটা লবণ জল
রুখু মাটি সিক্ত হবে না কখনো
সময়ের কাছে তার দায়বদ্ধ ঋণ
এখনো অনেক রক্ত, অনেক শ্রমের স্বেদ
দিতে হবে ঢেলে
এখনো অনেক দূর সে আশ্চর্য সূর্যের দেশ
জীবনের আসঙ্গ মেলায়
মাদলের তালে তালে সঙ্গ-নাচ
আনন্দ উৎসব রাত্রি

আমরা তো জানি স্থির
ঐক্যের সংহতি আমাদের শৌর্য দেবে
সময়ের হাত ধ'রে আমরা সকলে পরস্পর
অতিক্রান্ত হব সূর্যের ক্লান্ত দুপুর
কলুষ কুটিল পথ, দুর্যোগের অন্ধকার রাত্রি
লক্ষ তারার উজ্জ্বল মুখ দেখে
নির্ভয়ে পেরিয়ে যাব দুস্তর প্রান্তর
আমাদের চোখে আছে বোধের ঐশ্বর্য, লেনিন
আমরা নির্ভয়।

দুঃখের স্মরণ তুমি, প্রিয়/সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চাকাকে এগিয়ে দিলে তুমি
দুঃখের, ঘামের সেই অতল জাগিয়ে দিলে
উপবিত্তলের সূর্যালোকে
মেরুপ্রদেশের সেই চিরবরফের চাঙ
নিয়ে এলে নিরক্ষরেখায়
তারপর থেমে গেল সেই গতি
আর দুটি হাত চাহ পৃথিবীকে খানিকটা
আবার গড়াতে হবে তাই
আরো গড়িয়েছে কেউ, কেউ কেউ, কারণ সে
দুঃখ অবসানের দীর্ঘ পালা
পূর্ণ করতে এগিয়েছে দুঃখীদের মধ্য থেকে কিছু জন
সে রক্ত ঝরার আজও অবসান হয়নি, তা
এতই সহজে হতে পাবে ?
চিন্তার ছেড়েছে বীজ একজন এবং দুজন
তুমি তাকে মাঠে মাঠে ছড়িয়েছ, চাষী
আগুন ছড়ালে তুমি পৃথিবীর প্রত্যেকটি হৃদয়ে
সূর্য বেচে আছে আজ কত দীর্ঘ অফুরাণ কাল
তুমি তাকে সিংহাসনচ্যুত করলে এই মাত্র কয়েকটি দশক
পুরনো বাতিল সূর্য মনে ক'রে
তারও চেয়ে উজ্জ্বল আলোক তুমি ছড়ালে এ-পৃথিবীতে
সূর্যের ভেতরে সেই আদিমতা তাকে তুমি চেতনার রঙে বইয়েছ
আমরা বেচে আছি আজ জাঁকিজমকে দশবিশ বছর
কারখানার ইউনিয়নে, কৃষকসঙ্ঘের মধ্যে, জেলা বা প্রদেশে

তোমার কিরণ চাই আজ
চাঁদের কিরণ নেই, আমরাও তো চাঁদের মতন ও-কিরণ
স্বশরীরে বইতে পারি
এ-আশায়
শরীর জ্বলবে একদিন
আগুনে নিষ্প্রভ খড় যেমন জ্বলে
আমাদের তুমিই গড়েছ
আমরা যারা দুঃখের, ঘামের তলে প'ড়ে আছি দীর্ঘকাল
ইতিহাস যতই করুক ঠাট্টা আমাদের নিয়ে
যতই না ভুল পথ আমাদের গোলকধাঁধার পথে
ঝামেলা বাড়া.
ভাইকে ভাই কমরেডকে কমরেড খুন যতই করুক
আমরা গড়াব আজ চাকা, আমরা এক,
অন্য এক নেতার প্রস্তুত করব ভূমি।

অনুক্ষণ স্বদেশ যাত্রায়/মুকুল গুহ

কান পাতলে ঠুক ঠুক কামারশালায় কারা শাণায় অস্ত্র,
পতিত জমিতে সেচের জল নেমে আসছে ভর জ্যোৎস্নায়,
গৃহনির্মাণ চলেছে উদ্বাস্তু এলাকা জুড়ে, মড়মড় ক'রে ভেঙে পড়ছে
ভাবপ্রবণতার মিনার, সব মহল্লায় শুরু হয়েছে ভালোবাসার দিন,
অতন্দ্র প্রহরী প্রতিটি অঙ্কুরোদ্গমের সময়ে বাগানে কান পাতেন—
ঝোড়ো হাওয়ায় টলটলে রঙিন পোশাক ফুলিয়ে শিশুদের কাছে
গল্প করেন সুসময়ের, গৈরিক সন্ধ্যায় শঙ্খ-আহ্বানে একটিই
নাম ধ্বনিত হয়ঃ কমরেড লেনিন, অপেক্ষা করছেন

যা তাঁর পছন্দ, আমি জানি/সত্য গুহ

কারুর ভালো ফসল উঠলে আমার তাঁর কথা মনে হয়
কেউ ভালো গান গাইতে পারলে আমার তাঁকে মনে পড়ে
সেদিন সনৎ বাঁড়ুজ্জের দেবশিশুর মতো ছোট ছেলেটাকে
কোলে নিয়ে
আমার সমস্ত দিন তাঁকে মনে হয়েছিল
আর মনে হয়েছিল চারদিকের অস্বাস্থ্যকর কর্পোরেশনের এলাকা
স্বাধীনতাহীন মানুষের পার্লামেণ্ট
এবং নগ্ন আক্রমণীয় পৃথিবী
যার মধ্যে এই আমি অত্যন্ত ভীতুসম্প্রদায়ের একজন লোক

ঠিক এই অবস্থায় আমার আহার-নিদ্রা যাকে সবাই
জীবনযাপন বলে
এবং পঁয়ত্রিশ বছর আমার কেটে গেছে সিনেমা দেখে
স্বপ্ন না-দেখে
কখন সূর্য উঠল কখন বসন্ত এসে কি ক'রে বর্ষাকাল হলো
আর কখনই বা একজন ডাঁসা বয়সের মেয়েছেলে
শরীরটা কাদাকাদা ক'রে আমাকে আক্ষেপ শোনাল, হায়
আমার তানপুরায় আর সুর বাঁধা যায় না…
এবং হাড়জিলজিলে কঠিন করুণ দুঃখ হয়ে যাওয়া
আমার নিজস্ব ফলফলাদি
তাদের জন্ম নিয়ে ভীষণ প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে উঠল
অস্বীকার করতে চাইল মৃত্যুর মতো সুস্থতা শালীনতা শান্তি
আমি একদম বুঝতে পারিনি

যখন বুঝলাম তখন বড় দেরি হয়ে গেছে
আমার তাঁকে মনে পড়ল
ঠিক একশো বছর আগে তিনি নরকে বসন্তকাল হয়ে জন্মেছিলেন
আর ঠিক একশো বছর পর এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে
আমার দারুণ ফাগ খেলতে ইচ্ছে করল
এখন বড় দেরি হয়ে গেছে এবং রক্তের চেয়ে ফাগ এখানে দুর্মূল্য
আমি তাও নিজের রক্তে মাখামাখি হতে প্রস্তুত হলাম কেননা ব

এখন কারুর ভালো ফসল উঠলে আমার তার কথা মনে পড়ে
কেউ ভালো গান গাইতে পারলে তাঁকে শোনাতে ইচ্ছে হয়
কারুর দেবশিশুর মতো সন্তান চোখে পড়লে
ঘরে তিষ্ঠোতে পারি ন
একটা বসবাসযোগ্য পৃথিবার জন্যে তিনি যে-রাস্তা দেখিয়ে
চলে গেছে
সেই রাস্তাটাকেই রাস্তা ক'রে এগোতে থাকি
এগোই—আর চোখের ওপর দিয়ে কেটে যায় অন্ধকার
অন্ধকারের জীব আর সংক্রামক বীজাণুদের মৃতদেহ
এবং লাল নিশান বসানো গাঁ-গেরামের সীমানা দেখে
বুঝতে কষ্ট হয় ন
চিরকালের জন্যে তিনি এখানে বসবাস করছেন
এবং আমি জানি

আমাদের স্নিগ্ধ সন্তান আর স্বচ্ছন্দ জীবনের ঠাকুরই
তাঁর পছন্দ

ক্ষমা প্রার্থনা, লেনিনের নামে/বাসুদেব দেব

সারাদিন পর বাড়ি ফেরার সময় অচরিতার্থ ঋণের কথা মনে পড়ে
কবিতার ব্যক্তিগত সাঁকো ভেঙে
মানুষের পায়ে চলা পথ তৈরি করতে পারিনি আজো
সারাদিন খেটে মিল থেকে ফিরছে যে-শ্রমিক
প্রথম বর্ষায় মাঠে লাঙল দিতে যাচ্ছে যে-কৃষাণ
তাদের মুখে দিতে পারিনি গান
তাদের বুকের ওপর রাখতে পারিনি উজ্জীবনী হাত
ভাঙনের ভিতর যে-সৃষ্টির বীজ চেয়েছিল আমার অশ্রুসেচ
তার থেকে দূরে মধ্যবিত্ত স্বভাবে সংস্কারে
ব্যক্তিগত স্বার্থে, দুঃখে, শিল্পে ও জীবনে
আমার পায়ের শেকল রমণীয় হয়ে বাজে
অনেক উর্ধ্বে তোমার পতাকা
আমার ব্যর্থতা দেখে হাসে

শুধু ঋণ বেড়ে যায়
মাঝে মাঝে তবু আকাশ জুড়ে এমন মেঘ করে এমন বিদ্যুৎ চমকায়
রঙিন জামার বোতাম ঝ'রে যায় সামন্তদের হাসির মতো
বুকের ওপর জ্বলজ্বল করে অমোঘ তোমার ত্রিশূল চিহ্ন
শুরু হয় আমার সংগ্রাম
আমারই স্বপক্ষে আমারই বিরুদ্ধে খুব ভিতর থেকে

যতদিন জীবনে এবং কবিতায় তোমার স্তব সার্থক না হয়ে ওঠে
যতদিন আমার ভিতরের সংগ্রাম শেকলভাঙা মানুষের
পায়ের তালে তালে মুখর না হয়ে ওঠে
ততদিন তোমার কাছে আমার ক্ষমাপ্রার্থনা, আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা

প্রস্তাব/রঞ্জিত রায়চৌধুরী

কলমের মুখে দিনরাত বিদ্রোহ
দেয়াললিপিতে
মাথাকোটা সংগ্রাম,
বন্ধ রাখো হে চতুর তর্কগুলো
রুমালের ফাঁসে মেলে না শহর-গ্রাম।

পৌরফলকে প্রথাগত স্মৃতিপূজা
কানাগলি জুড়ে
প্রিয় লেনিনের নাম।
বন্ধ রাখো হে চাঁদের পাথর দেখা,
প্রতি রাত্রেই এখনো ভিয়েতনাম
আততায়ী ভাবে
অবিরল জোস্নাকে।

তার চেয়ে এসো বুকের ভিতরে দেখি
    কতটুকু আছে
    আগুনের মতো পুঁজি।
তার চেয়ে এসো, আকাশের ছায়াতলে
    চিনে নিই সোজাসুজি
শেষ লড়ায়ের নিশ্চিত ময়দান।

কৃষ্ণচূড়ার পথিক/রত্নেশ্বর হাজরা

আমি দেখেছিলাম একবার বাইশে এপ্রিল নতুন ক'রে
কৃষ্ণচূড়া ফুটছে
আমি দেখেছিলাম তার লাল ছায়া
পড়ছে বরফে
পড়ছে বরফের নিচে
মাটিতে এবং মাটিতে লুকনো বীজের শিয়রে
হাত রেখেছে সময়
আমি দেখলাম
গির্জার ঘন্টা ভেঙে ছুটে যাচ্ছে বুলেট
ডাকতেই চেঁচিয়ে বলল : না, ফিরব না
এখন সময় নয় অথচ সময়
স্রোত যে ঘুরিয়ে দেবে
নদী বেঁকবে তার দিকে—

স্রোত ঘুরতে ঘুরতে একদিন বরফ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ
হেঁটে এলেন পথিক
পিছনে বরফগলা জলের ভলগা সময় এবং মানুষ—
তিনি হাঁটলেন কৃষ্ণচূড়ায় ঢাকা দীর্ঘ পথে পথে তাঁর পদচিহ্ন
ছড়িয়ে দিয়ে
হাঁটছেন—
পিছনে নদী
সময়
এবং মানুষ—

লেনিন/সাগর চক্রবর্তী

আমাদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা খুব কম তাই বেশি দুর দেখতে পাই না
আমাদের মাথার ভিতর অনাহারে স্নায়ুগুলো শুষ্কপ্রায়
আমাদের দম খুব কম এবং রক্তের জোর ফিকে

তিনি আমাদের হয়ে দেখেছেন সমস্ত আগামী
তিনি আমাদের জন্য জেনেছেন অতীত-ভবিষ্যত
আমাদের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে জীবন্ত তাই

দুঃখ তাঁকে গভীরে যাওয়ার আলো দিয়েছিল
বেদনা দিয়েছিল প্রাণ
অভিজ্ঞতা দিয়েছিল শক্তি আর
ভালোবাসা দিয়েছিল গতি এবং আঘাত করার কৌশল !

শেষযুদ্ধে তিনি ডাক দিয়েছেন
আমাদের যেতে হবে কমরেড
পেট্রোগ্রাড থেকে ভোলগার তীর থেকে আহ্বান ঃ
ধনতন্ত্রের মুল ফ্যালো উপড়ে
হাজার হাজার চোখে মেঘে মেঘে চমকায় বিদ্যুৎ
ভালদাই কোলচিস উড়ালের চূড়া কাঁপে
হিমালয়ে জাগে তার কম্পন
কাস্তে হাতুড়ি লাল নিশানের ইশারায়
শেষ যুদ্ধ আজ কমরেড।

আমরা লড়তে লড়তে বুড়ো হয়ে যাব
সড়ক বানাতে বানাতে যাব সূর্যোদয়ের দিকে

আমাদের পথ আমরা চিনেছি
ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানদের জন্য রইল নিরাপত্তা, আর
মহাপৃথিবীর অধিকার
রইল আমাদের সম্মিলিত উদ্বোধিত চেতনা
যার নাম লেনিন।

লেনিনকে/তরুণ সেন

একান্তের ভীরু অন্ধকারের বিগ্রহ
তুমি নও।
সোপানের বহুদূরে চত্বরে কোথাও
রোজকার ব্যবহার খুলে রেখে পাদুকার মতো
এক হাতে ফুলের স্তবক,
পাঁজরের খুব কাছে সাপটে মুখোশ
নতজানু হওয়া যায়—তুমি কোনওদিন
এরকম দেউলে ছিলে না।

তুমি জানো শুচিতার আর কোনও লোকায়ত মানে—
পোশাক বদলে নয়,
সমস্ত ধুলোর দাগ মুছে দিতে কৃপণ জলের
কোনও ব্যবহার নেই,
মানুষের নামে লেখা তোমার অমোঘ অভিধানে
কথা নেই বিকল্প বিধির
যথাযথ রাজবেশ তুমি এসে ব'লে দাও গড় অসময়ে
তার মাপে
আমাদের অবিরত শরীর পালটে যেতে হয়।

লেনিন সরণী দিয়ে/তুলসী মুখোপাধ্যায়

লেনিন সরণী দিয়ে একবার হেঁটে গেলেই
দেবদারু হয়ে ওঠে আমার শিরদাঁড়া
শরীরে টগবগ করে কয়েকশো অশ্বশক্তি
চোখের তারাদুটো শুকতারার মতো দপদপ করে
লেনিন সরণী দিয়ে একবার হেঁটে এলেই
অন্তর্গত বারুদঘর ফেটে যায় রক্তের ভেতরে
আর আমার মনে হয়
পুরো পরমায়ু বেঁচে থাকা ভীষণ জরুরি !

আজকাল অনেককিছুর জন্যই চারপাশটা টকে যাচ্ছে
বসবাসের উপযোগী প্রগাঢ় মমতা নেই কোথাও
রাস্তাঘাটে বড্ডবেশি জঞ্জাল, নোঙরা আবর্জনা
হাইড্রান্ট ফেটে গিয়ে ফুঁসে উঠছে বিষের বাতাস
আজকাল অনেক কিছুর জন্যই বেঁচে থাকার উৎসাহ পাই না
তবুও যে গোঁয়ার মোষের মতো আজো বেঁচে আছি
তবুও যে দাঁতে দাঁত দিয়ে মানুষের কাছাকাছি আছি—
সে কেবল লেনিন অর্থাৎ সংগ্রামে সমর্পিত ব'লে
সে কেবল লেনিন অর্থাৎ বিপ্লবে নিবেদিত ব'লে ।

লেনিন সরণী দিয়ে একবার হেঁটে গেলেই
আমার মনে হয়
মৃত্যুর আগে আমি নিশ্চয়ই দেখে যেতে পারব
যেখানে মানুষ হাঁটে সেখানেই লেনিন সরণী
যেখানে মানুষ হাঁটে সেখানেই লেনিন ধরণী ।

লেনিনকে নিবেদিত/রবীন সুর

যাকে যাকে দরকার সকলকেই মোতায়েন করার কাজ
আপাতত শেষ হয়ে গেছে   চূড়ান্ত ইস্তাহার
যতদূর সম্ভব মানুষের স্বতোৎসারিত কণ্ঠস্বরে
এখন চৈত্রদিনের কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত ডালপালায়
রক্তাক্ত শপথের উচ্চারণে নিশানের তলায় ফুঁসছে

এতদিন জলে ভেসে মাইল মাইল খরায় পুড়ে
ক্রমান্বয়ে দাঙ্গা ও মহামারীর দুঃখে আমাদের
অন্তর্গত মানুষের স্বপ্নগুলি মুষড়ে ছিল
বরফ কনকনে শীতের সময় ফুরোতেই কোথা থেকে
চৈত্রের সন্ন্যাসীর গাজনের ঢাক বেজে উঠল

এখন বুকের মধ্যে
স্লোগান কাঁপানো নিঃশ্বাস
আকাশমুখী হাজার হাজার হাতের মুঠোগুলি
আকাশ পেরিয়ে অন্য এক জ্যোতির্ময় আকাশের দিকে
যাবার উপক্রম

খেত খামার কলকারখানায়
নগর বন্দর গ্রাম   যে-যেখানে   যখন যেভাবে
সকলেরই বুকের ভেতর নতুন দিনের স্বপ্ন
উদয়সূর্যের মতন কোনো এক সম্ভাবনা থরথর ক'রে
দিগন্তে কাঁপছে।

লেনিন/পরেশ মণ্ডল

মিছিলে মিছিলে ধ্বনি লক্ষ কণ্ঠে গান
একটি নাম একটি স্বর একজন মানুষ
লেনিন
পৃথিবীটা দীক্ষা নেয় দ্বিতীয় জন্মের
চোখে স্বপ্ন
ভালোবাসা
তপস্যা কর্ম বিস্ময়
কী ব'লে ডাকতে পারি
কমরেড
লেনিন
কাছের মানুষ ব'লে স্বজন ব'লে আরো কাছে
পেতে ইচ্ছে হয়
ইচ্ছে হয় ডাকি
কমরেড লেনিন

আসলে লেনিন কবি/অরুণাভ দাশগুপ্ত

কোনো কোনো দিন মনে ভারী বিঁধে থাকে।
বিশ্বময় বাইশে এপ্রিল, কিংবা
ইশানী বাঙলায় এক মেঘমন্দ্র পঁচিশে বৈশাখ।

শুনেছি অমোঘ ভাষ্য
"কবিরা আত্মার কারিগর।"
আসলে কবিতা লেখা

একটিই কবিতা লেখা রৌদ্রে জলে
ডাঙায় বাঘের থাবা
জলে কুমিরের পাল্লা দিয়ে
মর্মের মাটির,
যে-কবিতা ভেঙে পড়া হাত ধরে,
বলে "চলো পাহাড় ডিঙিয়ে
ওপারেই প্রতিশ্রুত
শোণিতপ্রবাহে ঢালা পলাশের বিখ্যাত সংসার"—
এভাবেই খেলে দোলে মেলে মেশে
বিশ্বময় বাইশে এপ্রিল
আর ব্যক্তিগত পঁচিশে বৈশাখে।

লেনিন/শিবেন চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্নের ধান এখনো হয়নি বোনা
আকাশের বুকে তাড়াবো পঙ্গপাল
পুরনো দুর্গ ভেঙে পড়ে পদাঘাতে
রক্তপলাশ আগুনের লালে লাল।

ন্যুব্জ মানুষ আজকে ছিন্ন ছিলা
ভোলগার স্রোত ঢেউ তোলে গঙ্গায়
একটি লেনিন কোটি মানুষের বুকে
অন্ধ আকাশে বিদ্যুতে ঝলকায়।

খেতে ও খামারে নগরে গঞ্জে গ্রামে
জাগে নিপীড়িত উৎপীড়িতের দল

রক্ত নিশান   তুলে ধরে দুই হাতে
শিরায় শিরায় রক্তের নোনা ঢল।

কতনা চড়াই উৎড়াই সম্মুখে
সাগরের দিকে তবু ছোটে ধারাস্রোত
মুক্তিস্বপ্নে   হৃদয় উদ্বেলিত
প্রতিটি মানুষে লেনিন দেখান পথ।

সবার পিছে, সবার আগে/শঙ্কর রায়

তিনি চলেন সবার নিচে সবহারাদের মাঝে,
সবার পিছে, আবার কখন সবার আগে আগে,
সবার কাঁধে হাত রেখেছেন, সকল প্রাণে অভয়।
পদাতিকের সঙ্গ নিলেন কারখানা আর কলে,
পরক্ষণেই স্লোগান-স্পন্দ্য মধ্যবিত্ত সাথে।
তাঁর আহ্বান রুদ্রবীণা জলদমন্দ্রে বাজে,
লক্ষ মানুষ এক নিমেষে যখন ব্যারিকেড-এ
কংসরাজার দাপট তখন শুষ্ক হয়ে ঝরে

ক্ষুব্ধ মানুষ চতুর্ধারে চক্রব্যূহ দ্যাখে—
মৃত্যু সেথা সুনিশ্চিত, রক্ষা মেলে না!
তিনি ভাঙলেন চক্রব্যূহ প্রবল শক্তি হেনে।
সে-পথ জেনে মরছে না আর অযুত অভিমন্যু
ইউরেশিয়ায়, আফ্রিকাতে, লাতিন আমেরিকায়।

মৃত্যুতে তাঁর যায়-আসে না, জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ :

তীব্র যত আঘাত হানে মন্ত্রশিষ্যেরা,
ততই স্পষ্ট তাঁর প্রতীতি, মুক্তিপ্রদীপ জ্বলে।
মুক্তি যাদের লক্ষ্য তাদের কৃপাণ মহান আশা:
লেনিন তাদের চলেন নিয়ে, তাদের বজ্রপাণি।

এমন ক'রে এদেশ আজকে লেনিন হয়ে আছে।

লেনিন/দিলীপ সেনগুপ্ত

আমার অনন্ত স্পৃহা
ক্ষুণ্ণ শিশু—জীর্ণ মা-কে
সেই মুখ সর্বদা দেখাই
দুঃখের যন্ত্রণাদিনে
তাঁরই কথা কেবল শোনাই।
একটি সকাল হলো কুক্ষিগত
সমস্ত সকালে
বসুন্ধরা ফুঁড়ে তিনি জন্মালেন
রোদ্দুর উষায়—
যে-রোদ্দুরে পুড়ে গেল
সমস্ত অসুখ
তারপর—অম্লান বিশ্রাম।
রোদটুকু থেকে গেছে
বিকীরিত আমার ইচ্ছায়—
যে-রোদ্দুরে 'ইচ্ছা' নামে
দেখা দেয় অসংখ্য লেনিন।

তুমি হেঁটে যাচ্ছ পূর্ণতা/পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মেঘমুক্ত আকাশের নিচে ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত প্রকৃতি
প্রতিফলিত আনন্দে অবগাহন করছে চরাচর
তোমাকে দেখি হেঁটে যাচ্ছ পূর্ণতা
        পথের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছ অঙ্কুরিত হিরণ্যগর্ভ বীজকণা
        কাঁটাগুলো স্নেহার্দ্র আঙুল বপন করছে মাটিতে
                                        তোমারই নাম

খেলা করছে অমল শিশু উন্মোচিত আকাশের নিচে
হেঁটে যাচ্ছে অবসাদ   অন্ধ আর ভিখারীর দল
                                        চোখের তারায় জাগরণ
এই মেঘমুক্ত আকাশের তলে শুয়ে আছে গর্ভিনী পৃথিবী
        সে চায় পূর্ণ হতে দানে   নিঃস্ব হতে আনন্দে
        ফুটে উঠতে চায় দানের গৌরবে মাতৃত্বের মহিমায় নিরন্তর
অন্ধতা, মানুষেরই অন্ধতা তার নীলিমা-প্রোথিত বুকে
                                        খনন করছে অন্ধকূপ
আর সেই অন্ধকূপে হত্যা করছে সম্ভাবিত উন্মীলন
প্রাচীন পৃথিবীর পথে পথে প্রোথিত দেখি উর্ধ্বগামী
                                        ইতিহাসের আমি
        আমার ভগ্নমূলসত্তার ক্ষয়িত স্তম্ভ
        জয় পরাজয় গৌরব অগৌরবের দীর্ঘ যাত্রাপথে
        পূর্ণ চলমান আলোকস্তম্ভ তোমারই নাম

দীপ থেকে দীপে সঞ্চরণমান প্রজ্জ্বলিত আলোকবর্তিকা

শিখায় শিখায় তোমারই বিশ্ব নবজাতক দ্বিতীয় পৃথিবী
যার উন্মোচিত আকাশের নিচে ভোরের আলোয়
উদ্ভাসিত প্রকৃতি
প্রতিফলিত আনন্দে অবগাহন করছে চরাচর
তুমি হেঁটে যাচ্ছ পূর্ণতা
অন্ধকূপ থেকে উৎসারিত হয় তোমারই নাম
শুশ্রূষা এবং আরোগ্য

পদাবলী/অমিয় ধর

অদ্বৈত দ্বৈতের দ্বন্দ্বে,
মুখরিত রাত্রি-দিন,
স্বদেশেও মুক্তির
করতাল বাজে !

আদ্বিজ চণ্ডালে প্রীতি !
বলদৃপ্ত চৈতন্যে,
সমষ্টির সংকীর্তন,
আতঙ্কিত কাজী !

সাম্যের ভাস্বর মূর্তি !
লোকায়ত সংকীর্তনে,
বিপ্লবী আখর দিই,
ইলিচ লেনিন !

লেনিনের জন্মদিনে/পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

নরকের অন্ধকার থেকে তারা মুখ তুলে ওপরে তাকায়
ঐখানে আকাশের গায়
একটি ঋজু দৃঢ় বলিষ্ঠ মানুষের প্রত্যয়
শেকল ভাঙার আগ্নেয় ইতিহাস রেখে গেছে
রেখে গেছে পৃথিবীর শোষিত বঞ্চিত মানুষের জন্য
মহামূল্যবান অজস্র ধারাল হাতিয়ার ।
আমরা সব সময় যথাযোগ্য ব্যবহার করতে পারিনি
রক্তের অত্যন্ত গভীরে এক পৃথিবীর বোধ
বারবার নানাভাবে খণ্ডিত হয়েছে ;
সময়ের হাতে ভুলগুলিকে সমর্পণ ক'রে
আমরা সাফাই গেয়েছি
আর নিজেদের কীর্তিকলাপের জয়স্তম্ভ তুলে
সত্যকে আড়াল করেছি অভিনব কায়দায় ।

কিন্তু মানুষ এগিয়ে চলে
পায়ে পায়ে গুঁড়িয়ে ফ্যালে ভুল
সময়ের সাথে সাথে বদলে যায়
উত্তরাধিকারের গৌরব

ভ্যাখো, এখন তোমার দেওয়া অস্ত্রগুলি
ভয়ঙ্করভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে
ভিয়েতনামে আফ্রিকায় বলিভিয়ায়
অগ্নিগর্ভ গুয়েতেমালায় ।

শত্রুদের কাটামুণ্ড আর মুক্তিযোদ্ধার তাজারক্তে
ঘরে ঘরে উড়ছে দুর্দমনীয় লাল পতাকা।

স্বপ্নের একটি পৃথিবী আর তার আশ্চর্য মানুষেরা
এখনো অনেক দূরে
কিন্তু তার বীজগুলি পৃথিবীর বিস্তৃত মাটিতে
গভীর শেকড় গাঁথছে ক্রমশ।

আবার আসুন লেনিন/অজয় সেন

এ-বছরে তিনি পৌঁছলেন আমার কাছে
বক্তৃতারত হাস্যময় অথবা গম্ভীর যুদ্ধ পোশাকে,
পাকা বাড়ির দেওয়াল, চৌমাথার মন্দির এবং
সংবাদপত্র মারফত
তিনি পৌঁছলেন বাঙলাদেশে।

ইদানিং এদেশে তাঁকে নিয়ে বড় বেশি ভাবা হয়
কেননা তারই ছায়ায় ছায়ায়
জেনে গেছি আটঘাট, জবরদস্ত লড়াইয়ের বিবিধ কৌশল ;
জেনে গেছি দুরন্ত ফসলের মাঠে একমাত্র তিনিই শিশির।

বাঙলাদেশে এ-বড় ক্রান্তিকাল
লেনিন, আপনি আবার আসুন,
আপনার স্বর বেজে উঠুক অন্তর্গত রক্তের গভীরে,
এখন পুজোর ঘরে মন্ত্র কাঁপে আপনারই নামে।

আপনি আর একবার আসুন লেনিন।

রুশো ভারতী/শিশির সামন্ত

জুড়ান মণ্ডল, তুমি বলো দেখি এ-মেঘের পূর্বাভাসে
বৃষ্টি হবে কিনা !
তুমি যত ভালো জানো ঋতুবদলের সাথে রোদ ঝড়, জলের বঞ্চনা
আমি তা জানি না ।

জুড়ান মণ্ডল, এই ফণীমনসায় ঘেরা প্রবাল সূর্যের দেশে
তুমিই প্রেরণা,
নগরের শ্রমশিল্পী জানে এই শোষণের চাকা কতো শ্রম নিয়ে
হয়েছে অনন্য ;
তোমাদের পরিচিত যতো বেশি কমরেড লেনিন ;
তোমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু কাছের মানুষ কতো চিরকাল চেনা !

গলুয়ের ফাঁক হতে যে-চাঁদ-জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল,
বলেছিল জুড়ান মণ্ডল
জানো কি উঠেছে এক চাঁদ ;
রুশের মানুষ তাকে প্রতীকে পতাকা ক'রে গেঁথে দিলো,
অবহেলিতের সাড়া জাগে এই সারা বিশ্বে, কাঁপে ভূমণ্ডল ।

লেনিন আমারও চেনা, তোমার চেনার সার্থবাহ ;
এ-যুগের স্পর্ধা ছুঁয়ে সময় ঘড়ির মতো তিনিই পালটান
যুগ, কাল । বৃষ্টি হবে ! যারা আনে প্রকৃতির নতুন আবহ
আবহমানের সাথে জুড়ান মণ্ডল আর অবহেলিতেরা সব
মৌলিক প্রবাহ ।

নিয়ত বিপ্লবে/দীপেন রায়

এতোল বেতোল সহৃদয এই হাঁটা
অনুভূতির প্রগাঢ় দ্বৈত দ্বন্দ্বে
মুখের ওপব আলো-ছায়ার মেলা
উপমা খুঁজতে অভিমন্যুকে দেখা—
অদিতি সেই আদিম মাতাব সমুদ্রে পাতায ভাসা
নবজন্মে প্রলয় বিপ্লবেব ।

পায়ের নিচে সসাগরা উৎক্রান্তিব দারুণ-অগ্নিলোকে
তোমাকে তার মূল্য চুকিয়ে দেওয়া
ঘাট-অঘাটের খেযা নৌকাব দাড়ে ।

২

অন্যমনস্কতায় প্রতিবাদেব মতো
তুমি পালটে হলে বৃক্ষ,
কলস্বর যা ঠেলতে থাকে
আগুপিছুব চতুষ্পার্শ ঝড়ে
প্রত্যহ সে জন্ম দিচ্ছে পৃথিবী তাব
মানুষ যার নিজেব হাতে গড়া ।
প্রলয়কালের আগে
এমনি ক'রে ঘুমিয়ে ছিল সূর্য,
সৌরসৃষ্ট বিশ্বলোক
অনন্য এই প্রশ্নমুখীন মাটি
কলস্বরে ঠেলতে থাকে
প্রবহমান স্রোতেব মতো
ভালোবাসাব জলস্তম্ভ ।

লেনিন, এখন তুমি আমাদের লেনিন হয়েছ/অঞ্জন কর

ভারতবর্ষে সত্তর দশক, রুশের সতের আমরা লেখায় জেনেছি
অথচ দীর্ঘদিন পর যেন সতেরর উত্তাপ আজ
বড়ো কাছাকাছি চলে আসছে আমাদের, আমরা
পোষা ঘুঘুর মতো শেকল ছেঁড়ার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়ছি
লেনিন, তোমাকে এরকমভাবে আর কখনো আমরা
ঘনিষ্ঠ করিনি

তেলেঙ্গানা আমার শৈশবের ঘুম হয়ে জড়িয়ে রয়েছে
কাকদ্বীপ নিয়ে কবিতা পড়েছি সুভাষ মুখুজ্জের
লেনিন, তুমি আমাদের কাছে সেদিন
দুরের মানুষ হয়ে ছিলে, তথাপি
স্বপ্নের মধ্যে তোমার ছবি, ঘুমের মধ্যে তোমার ছবি, বারবার,
হাত বাড়াতাম, যেরকমভাবে ছোটোবেলায় চাঁদধরা শিখেছিলাম
মার কাছে, চীৎকার ক'রে উঠতাম, যন্ত্রণায়,
রক্তের ভেতর
শুনতাম শ্রমিক কলের বাঁশি, যা আমরা
কখনো আত্মীয়ের মতো কাছ থেকে দেখিনি, অতিথির মতো
কেবল আমরা সৌখিন ছিলাম, লেনিন তোমাকে
আমরা কাছের মানুষ ক'রে কখনো পাইনি
অপমান থেকে স'রে দাঁড়ানো আমাদের হয়ে ওঠেনি
দুঃখ ভোলার জন্যে আমরা তাই বারবার দুঃখে জড়িয়েছি

আজ সত্তর দশক, সতেরর ধ্বনি নিয়ে রাঙাচ্ছে সড়ক

ভাঙা বুক,

পাহাড়ের গা বেয়ে ঝ'রে পড়ছে রক্ত
বিষম মিছিল নিয়ে শ্রমিক ছুটেছে, আত্মীয়ের মতো
মাঠ জেগে উঠছে, ফসলের গাঁও আমি
ভরিয়ে রেখেছি সারা বুক মহান লেনিন, লেনিন
তোমার বইয়ের লাল অক্ষরগুলো আমার ভারতবর্ষ
আজ মহান শিক্ষকের মতো প্রয়োগ করছেন, আমরা
বিপ্লববিধৃত হাতে ওড়াচ্ছি পতাকা, রেডফ্ল্যাগ, আমরা
কোনো স্লোগান ভুলিনি কমরেড, অথচ
হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ মৃত্যু বুঝতে বারবার
আমাদের ভুল হয়ে যায়

লেনিন, এখন তুমি আমাদের লেনিন হয়েছ

আগামী লেনিন/যীশু চৌধুরী

"হাইটে চল্ হাইটে চল্
বইস্যে থাকার চাইতে ভালো…"
অবন ঠাকুর

কারা ধান রোপণ করে
নিজবাসভূমে—
সেকি আর কারো ধান ।
তবে উঞ্ছঅধীর দেশে দেশে
ঘাম ঝরে, ছোঁড়ে স্লোগান
কার নামে ?

সেকি আর কারো গান।

গ্রামের ভেতরে আছে গ্রাম,
শহরে আরো শহর ঘেরা।
তারই মধ্যে এক চিলতে ভালোবাসা
জেগে থাকে লম্ফ জ্বেলে,
ধানক্ষেতে পাহারা দেয়।
স্লোগানে গানে আকাশ মেলে
ভালোবাসা দেয় নেয়—
সেকি আর কারো ডাক দিয়ে ফেরা।

লেনিনের প্রতি/অনন্ত দাশ

তোমার ললাটে জ্বলে মধ্যগগনের সূর্য
দুচোখে শাণিত দৃষ্টি—বহুদূর প্রসারিত সমুদ্রের ভাষা
গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, মিছিলে
তোমার সোচ্চার কণ্ঠ অভ্রভেদী
উদ্বেগে আগুন।

রক্তাক্ত আঙুলে তুমি কত ঘৃণা মুছেছিলে
দুই হাতে পুঞ্জীভূত ক্রোধে
বিদ্যুৎ ঠিকরায় যেন
যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে অসংখ্য হৃদয়।

চতুর্দিকে দুঃশাসনী ঝড়
কালোমেঘে ছেয়ে ফেলে বিরাট আকাশ

পথভ্রান্তি বড় ভয়
তবু তুমি সমুদ্রতীরের দূর আলোকবর্তিকা
পায়ের শৃঙ্খল তাই খুলে পড়ছে
চোয়ালের হাড়ে
কর্কশ পাথরে ঘাম ঝরে ।

লেনিন-জন্মশতবার্ষিকীর অর্ঘ/কালীকৃষ্ণ গুহ

বেদনায় ও প্রতিবাদে আমাদের ফসলের ক্ষেতের পাশ দিয়ে
হেঁটে যাচ্ছেন
একজন মানুষ,
আমি তাঁকে লেনিন ব'লে জানি ।

আমাদের দীর্ঘ শতাব্দীর ভিতর দিয়ে অবিশ্রান্ত হেঁটে যাচ্ছেন
একজন মানুষ,
আমি তাঁকে লেনিন ব'লে জানি ।

আজ আমাদের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে, কৃষ্ণচূড়া গাছের
অন্ধকারে দাঁড়িয়ে
আমি এই শতাব্দীকে বুঝতে চেষ্টা করি ।
আমার বলতে ইচ্ছে হয় :

"লেনিন, বৈশাখের এই কৃষ্ণচূড়া গাছগুলি তোমার,
এই নিশানগুলি তোমার ।"

কতো দীর্ঘদিন তুমি/মৃণাল বসুচৌধুরী

এখন হঠাৎ যদি খুব জোরে মেঘ ডাকে
সঠিক বুঝতে পারি
বন্ধুরা কোথাও কেউ হয়েছে শহীদ
এখন শহরময় বৃষ্টিপাত হয়ে গেলে
কেন যেন মনে হয়
বন্ধুদের রক্তে আজ ভিজে যায় মাটি
এখন কোথাও কেউ দল বেঁধে হেঁটে গেলে
মনে হয় এভাবেই
বুকের পুরনো ক্ষত সেরে যাবে ঠিক
এখন ক্লান্তিতে দেহ
ভেঙে গেলে মনে পড়ে
কতো দীর্ঘ দিন তুমি
আমাদের পাশাপাশি স্থির অবিচল…

লেনিন/রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

রাতের পাঁজরাকটা চেপে
মানুষ শুনত ভয়ে হুলো বেড়ালের কান্না
আর, প্যাঁচার কর্কশ ডাক ; দুনিয়া চালাত
ভেড়ার চামড়া ঢাকা নেকড়ের দল
অত্যাচার হিস হিস করত, চাবুক
লকলকিয়ে উঠত, ব্যভিচার
প্রবল প্রতাপ নিয়ে শোষণ চালাত

নির্বিকার মনুষ্যত্ব জানত না
চীৎকারের ভাষা,
বিবর্ণ রক্তের বুকে মুখ ডুবিয়ে
ছেঁড়া পালকের মতো স্বপ্নগুলো
ডুকরে উঠত কেঁদে—
সেদিন জারের দেশে নিথর কুয়াশা ছিঁড়ে
লেনিন প্রথম প্রতিবাদ,
সেদিন মৃত্যুর বিষ-নীল অন্ধকারে
অভাবী মানুষ
প্রথম শুনতে পেল জীবনের তেজোধর্মী গান
সংগ্রামের বর্ণপরিচয়।

আলোকিত ঘোড়সওয়ার/জীবন সরকার

এখন—এখানে
লেনিন সরণীর বুকে
ভলগা নদীর গর্জন।
ঘূর্ণিত তরঙ্গের কল্লোলে
আর্যপুত্র নিখিলের পরম প্রত্যয়।
কেননা
বিশ্বাসই মানুষের অর্ধেক জীবন।
করমচার ঝোপে
কচুরিপানার দামে
অবিশ্রান্ত রক্ত ধারায়
বাঙলার ছিন্নচরণে—আলোকিত ঘোড়সওয়ার।

লেনিন ঃ আমার কাছে/শুভ বসু

যখন শিশুর সাথে খেলা করি দোমড়ানো আলোতে,
সন্ধ্যার সঙ্গমে খুঁজি ঘরে ফেরাদের পায়ে
সিম্ফনির সামান্য আদল, দেখি প্রৌঢ়দের স্বর
ডুবে যায় যুবকের আন্তরিক হাসির দমকে,
নিজের চৌহদ্দি ছেড়ে বলিভিয়াতেও ছোটে উজ্জ্বল যুবক,
গড্ডলিকা সমষ্টির সাথে কেউ ল'ড়ে যায়
অন্যতর সমষ্টি বানাতে, দিনগুণে ম্রিয়মাণ কেউ
হঠাৎ মিছিলে পায় মেরুদণ্ডে শক্তির হদিশ

মনে হয়, তাঁর কাছে আছি।

যখন অনেক রাতে শুনি কার জলদ আহ্বান,
ভবিষ্যৎ সাড়া দেয় বর্তমান প্রশ্নের উত্তরে,
জলসেচনের জন্য সমস্ত দেশজে মেলি সত্তার শিকড়,
সুতীক্ষ্ণ সন্ধানে ভাবি নমপেনের মুক্তি-গেরিলারা
স্বপ্নের সারথি হবে কিনা, অথবা সমস্ত দিন
বুকের ভেতরে জ্বলে ঘৃণা হয়ে দূরের মাইলাই

মনে হয়, তাঁর কাছে আছি।

ডাক দেয় ইলিচ লেনিন/প্রভাত চৌধুরী

আমার যৌবন ছুঁয়ে ডাক দেয় ইলিচ লেনিন
রক্তে টালমাটাল প্রতিশ্রুতি—
অধিকার অর্জনের কালে ফুলে ওঠে পেশি
চোখে দীপ্ত প্রতিহিংসা
অন্ধকারে দৃশ্যের ভিতর থেকে উঠে আসে
হারানো শৈশব—
খাদ্যের দাবিতে কিছু বুলেটের স্মৃতি
সান্ধ্য আইনের ফাঁকে
আমাদের অনেকেরই বয়স বেড়েছে
যৌবন দেখেছি আমি
মিটিং মিছিল কিংবা স্লোগান পোস্টারে
জমির লড়াই আর লে-অফ ক্লোজারে
এইসব অভিজ্ঞতা থেকে
আমরা জেনেছি আজ সময়ের নিদারুণ ব্যাধি
নিরাময় পদ্ধতি তাই বুঝে গেছি অনেক সহজে
জনতায় নির্জনতায় আজ ডাক দেয় ইলিচ লেনিন
রক্তে টালমাটাল প্রতিশ্রুতি—
সেতুর ওপাশে সূর্য
মুক্তির প্রতীক হয়ে ঝুলে আছে বিবর্ণ আকাশে
তার নিচে অন্ধকারে—
সেতুবন্ধে সময়ের পাশাপাশি আমাদের ঐক্যবদ্ধ ছবি
মনে হয় লেনিনের ডাকে
এখন সূর্যের দিকে হাত তুলে দাঁড়ানো সম্ভব।

লেনিন ও আত্মভুক প্রাণী/কাননকুমার ভৌমিক

["আমাদের কায়দা-কৌশল নকল কোরো না। আমাদের কৌশলসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলীর পেছনের কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করো; কি অবস্থায় এ-কৌশলের উদ্ভব হয়েছিল, ঐ কৌশলের ফলে কি হয়েছিল—সেগুলি বিশ্লেষণ করো। ১৯১৭-২১ সালের অভিজ্ঞতার শিক্ষা, সারবস্তু, মূলভাবে প্রয়োগ করো। ঐ অভিজ্ঞতা আক্ষরিক অর্থে খাটাতে যেও না"—লেনিন]

পথানুসরণ নয় অন্ধতার মতো
চাই কোনো স্বতঃস্ফূর্ত পথের নিশানা
আমি তো সেই বালক, তোমার চাতুরি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে মদমত্ত, অগ্নির দুপাশে
আমি ঝলসানো মুখে আত্মভুক প্রাণী
তোমার উদ্দিষ্ট পথ আত্মসাৎ করি
রাতের প্রহরে জ্বালি দৃপ্ত দীপাধার
বন্য দুচোখে জ্বালাই ক্ষিপ্ত গাইসার
পাথরে পাথর ঠুকে বুকের পাঁজরে
জ্বালাই হরিৎ ক্ষেত্র, স্বপ্নের হরিণ

আমি তো সেই বালক—সহস্র বন্ধনে
ক্রুদ্ধের মতো একক, নীল অত্যাচারী
রক্তে রক্তে অন্বেষণ, আত্মযন্ত্রণায়
পথের ভিতর খুঁজি পরিশ্রুত পথ
যেন ঘন অন্ধকারে প্রপেলার কাঁপে
দীর্ঘায়ু পথ মিছিলে—অন্ধকার স্রোতে—

শতমুখ ফুঁসে ওঠে যেন বনস্পতি
অথবা ক্রুদ্ধ ফণার শঙ্খচূড়ামণি

আমি তো সেই বালক মিছিলে মিছিলে
বয়ঃসন্ধি বয়ে চলে, হিমানী কোরক
ঝ'রে পড়ে শব্দহীন, অত্যুষ্ণ প্রশ্বাসে
অনভিজ্ঞ দিনরাত্রি প্রবাহিত, তাই—

দুরন্ত ভ্রমণ শেষে অবসাদে নয়—
কেন্দ্রপথে পেতে চাই লেনিন তোমায়

স্বয়ং লেনিন/রমেন আচার্য

প্রবল জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে সুযোগ ও সময়
ঠিকঠাক সাজানো বারুদ অসময়ে বৃষ্টি ধুয়ে দেয়,
মাত্র দুই হাত দিয়ে চারদিক সামলানো কঠিন
হঠাৎ বৃষ্টির মুখে শিশুদের পোশাক-আসাক।

কখনো আমার মধ্যে বিপরীত গোপন দরজা
খুলে যায়। অন্য এক প্রান্ত থেকে ক্রমাগত দীর্ঘতম পথ
ঘণ্টাধ্বনির মতো ডাক দেয়, যেন একান্ত আমার জন্য
জেগে আছে উপবাসী নিদ্রাহীন বিশ্বস্ত পৃথিবী।

বিপরীত রক্তস্রোতে জেগে আছে লেনিন-বিবেক
ভুল ও ভ্রান্তির মধ্যে দ্বিধাহীন কম্পাসের কাঁটা
সমস্ত সাপের ফণা পদতলে পথ হয়ে যায়,
এবং প্রকৃত দরজা খুলে দেন স্বয়ং লেনিন।

গ্রাম-শহরে এক লেনিন/অমল চক্রবর্তী

হারান দাসের ঘর ভেঙেছে মহাজনে
সিরাজ আলির ধান কেটেছে জোতদার
কপাল ঠুকে ডেকেছে আল্লা ভগবানে
আজকে তারাই গর্জে বলে, খবরদার।
ধানের গাছের নিবিড় ছায়ায়
কার সে ছোঁয়া কান্না মোছায়?
কার সে গলা আশা জোগায়?
কার সে শক্তি শত্রু তাড়ায়?
সাগর জলের উথাল জোয়ার সে এক মুখ
ঝকলকানো ধানের চাড়ায় সেই সে মুখ।

হারান দাসের ঘর আগলায় এক লেনিন
সিরাজ আলির ক্ষেত পাহারায় এক লেনিন
বুড়োর মুখে শিশুর মুখে সেই লেনিন
নতুন ধানের নবান্নতে সেই লেনিন।
আম-কাঁঠালের বনের পথে
উড়ছে ধুলো, সবার সাথে
লাল নিশানে হাজার হাতে
জ্বলছে লেনিন প্রতিজ্ঞাতে.
আসছে ঘরে উঠোন ভরা মুক্তি দিন
গ্রাম-শহরে জোট বেঁধেছে সেই লেনিন।

কখন যে/বিপ্লব মাজী

কখন
যে
লেনিন
এ-
গ্রহের
কারখানায় কারখানায়
শ্রমিকের
বুকে বুকে
খামারে
ক্ষেতে ক্ষেতে
কৃষকের
বুকে বুকে
পাঠশালায়
পাঠশালায়
ফুলের মতো
শিশুদের
বুকে বুকে
রাস্তায়
রেস্তোর ায়
চায়ের দোকানে
অভাবী মানুষগুলির
বুকে বুকে
সূচীবিদ্ধ
বিদ্যুৎ-তীরের

ফলার মতো
তীব্র বেগে
ঘুরে ঘুরে
আগুন জ্বেলে যায়···

আর মাটিতে
নামানো যত
হাত মাটিতে
নোয়ানো যত
মাথা মাটিতে
শোয়ানো যত
চোখ

যেন স্বয়ংক্রিয়
বিদ্যুতের শক খেয়ে
ক্র মা গ ত
ক্র মা গ ত
মাথা তোলে
হাত তোলে
চোখ তোলে
সী মা হী ন
নী লি মা র
ঝ ক ঝ কে
সূর্যের দিকে

কখন যে

লেনিন
লাঞ্ছিত ও
নিপীড়িত
কালের
হাওয়া
বদলে
বদলে দিয়ে
যান
অনায়াসে
এক ঝলক
মিষ্টি
মুচকি
হেসে ·

তিনি শোনাবেন তাই/সুদর্শন রায়চৌধুরী

At the call of comrade Lenin···

এখনো অনেক বন, পাহাড়-পর্বত ঢের পার হতে হবে;
এখনো অনেক পথ প'ড়ে আছে।
এখন অসুখ হলে কেউ নেই হাত ধরবার,
কাছে বসবার কেউ নেই,
ওঠো মুসাফির, বাঁধো বুক।

কী কথা বিদায়বেলা তাকে দিয়েছিলে—

সমুদ্র সন্ধানে যাবে ?
না কি কোন অনন্ত বাগানে অজ্ঞাতবাসের পথে—
সে কী জানে ?
তাই অভিমানে ব'সে থাকো ।
ঘড়ির কাঁটায় সূর্যদেব ভর করে
চাঁদ নামে ঊষর মাটিতে
ক্যারাভান ভাঙে রোজ অবসাদে দিনশেষে অনতিবিরামে

ওঠো মুসাফির, বাঁধো বুক ।
এখানে অসুখ হলে কবরে চিরাগ কেউ রোজ দেবে না কো
কোথায় এসেছ ফেলে বাবা-মাকে
কোথায় তোমার বৌ-ছেলেপিলে
মোরগের ছানা !

কী গান বিদায়বেলা শুনিয়েছ তাকে—
অনন্ত নক্ষত্রপথ ছিঁড়ে ছেনে এনে দেবে কর্নিকার ফুল
কানে তার,
পায়ে তার মল এনে দেবে, রাঙা পাখি,
তারে সে নাচাবে সাঁঝবেলা মনোরম ঘরে প্রিয় দাঁড়ে !
তাই অবহেলা ক'রে
তাঁবুর ভিতর নেটের জানালা খুলে চেয়ে থাকো
অবাক ডেনিস-স্বপ্নে !

চাঁদ ডোবে কুয়োর অসীম জলে, দূরে সূর্য ওঠে,
ক্যারাভান জাগে ভোরবেলা । তার পায়ে পায়ে

সময় গড়িয়ে চলে ছুটে চলে
প্রহরে প্রহরে ।

ওঠো মুসাফির, বাঁধো বুক ।

তিনি তো আছেনই দূরে । আমাদের পথ চেয়ে চেয়ে
চোখে তাঁর ঘুম নেই এক ফোঁটা,
বুকে তাঁর ভোলগার অশান্ত হাওয়া চুপ হয়ে আছে ঘুমে
শিশুর মতন,
রোদ ঝিলমিল করে তার পায়ে,
পিতলের ভারী কোটে বৈশাখ নাচায় ঝড় এপ্রিলের
অমল সমীর ।

আমাদেরই মতো কত দূর দূর থেকে
হিমে স্লেজ টেনে পায়ে চ'লে বোয়াক-এর ক্ষিপ্র প্রপেলারে
ভর ক'রে আসে
কত ক্যারাভান কত বুড়ো যুবা বাচ্চাদের মায়েদের নিয়ে

তিনি শোনাবেন তাই ...।

লেনিনের ডাক/সনৎ দাশগুপ্ত

সামনে থেকে স'রে দাঁড়াও—
নিরন্ন মাটি আর হা-হুতাশ আকাশ চিরে
লেনিন আমাদের ডাকছেন।

ল্যাংঝাণ্ডা জমির দখলে
সড়কি হাসুয়ার তীক্ষ্ণ ফলায়
লেনিন আমাদের ডাকছেন।

ভেলকিবাজ গিরগিটি আর অন্ধকারের দালালেরা
সামনে থেকে স'রে দাঁড়াও!

গেল সন লাগাতার তাঁবুর ভিতর
তাস-পাশা খেলে যাদের রুজি সামান্য বেড়েছে
(ত্রিভঙ্গ আস্তানায় শিশুর কান্না তবু বেড়েই চলেছে)
কোমর সটান সোজা করে তারা
চোখ কান খোলা রেখে
ভেলকিবাজ গিরগিটিদের চিনে নাও।
নিরন্ন মাটি আর হা-হুতাশ আকাশ আলো ক'রে
লেনিন আমাদের ডাকছেন

অন্ধকারের দালালেরা
সামনে থেকে সরে দাঁড়াও!

লেনিনের ডাক/গোবিন্দ হালদার

শতাব্দীর ক্রান্তিকাল :
নিপীড়িত মানুষের অভ্যুত্থানে দিকে দিকে অগ্নিগত
বিপ্লবের নতুন সকাল ।

লেনিনের কণ্ঠস্বর বাজে আজ পৃথিবীর কোটি কণ্ঠস্বরে
অমোঘ প্রত্যয়দীপ্ত মুক্তিযুদ্ধ-সৈনিকের দুর্মর সমরে ।
চৈতন্যের অন্ধকারে সূর্যদীপ্তি—লেনিনের নাম ;
নতুন দিনের স্বপ্নে প্রাচীন পৃথিবী আজ উত্তাল উদ্দাম ।
নিষ্প্রাণ মাটির বুকে সবুজের সমারোহ—লেনিনের ডাক :
নিভৃত বীজের স্বপ্নে বনস্পতি-সম্ভাবনা লেনিনের আকাঙ্ক্ষা
নির্বাক ।

লেনিন হাঁটছে পথ দীর্ঘরাত্রি দীর্ঘদিন অন্ধকার শতাব্দী ভিতর
মৃত্যুকে পরাস্ত ক'রে জ্বলন্ত মশাল হাতে
আলো ক'রে মেহনতী মানুষের ঘর ।

লেনিন চলেছে একা নির্ভীক নিঃশঙ্ক বুকে কৈশোরের রক্তরাঙা দিনে
বিপ্লবের পথ চিনে চিনে ।
ভলগা-ডন-নীপারের সুবিশাল তরঙ্গ বিস্তারে
গ্রাম হতে গ্রামান্তের পারে
নি:সাড় তুষার মরু পিছে ফেলে কশাকের প্রতি ঘরে ঘরে
অতন্দ্র প্রহরী হয়ে
দীর্ঘরাত্রি দীর্ঘদিন লেনিন হেঁটেছে পথ রাশিয়ার পথে ও প্রান্তরে ।

বিদ্রোহের ঝোড়ো মেঘে অকস্মাৎ কম্পমান ককেশাস-পামির উরাল
অহল্যা স্তেপের বুকে জীবনের বীজ বুনে
ছিঁড়ে এনে নতুন সকাল
লেনিন দেখাল বিশ্বে নিপীড়িত জনতার মুক্তিযুদ্ধে
উন্মোচিত প্রত্যাশার কাল।

সমগ্র শোষিত বিশ্বে আজ তার প্রতিধ্বনি সচকিত সময়ের ঘরে :
সর্বহারা মানুষের দীপ্তগতি অভিযানে
জাগ্রত নতুন কাল
ইতিহাস ভাঙে আর গড়ে। ..

গঙ্গা পদ্মা-যমুনার উত্তাল তরঙ্গে আজ তারি প্রস্তাবনা।
গাঁইতি হাতুড়ি-কাস্তে-লাঙলের ফালে ফালে
সেই এক দুরন্ত ঘোষণা :
"শোষণের এ-পৃথিবী ধ্বংস করো,
সৃষ্টি করো নতুন সমাজ"—
লেনিনের নামে আজ মুক্তির দিগন্ত ডাকে
সেই-ই নব শতাব্দীর কাজ।

ফসলের মাস/প্রণব মাইতি

ফসলের ঋতু অঘ্রাণে একাকার
মাঘে ফাল্গুনে মাঠ বড় একাএকা,
শিমুলের মাসে চারদিকে শুধু লাল
আমরা বুঝেছি এটাই বাঁচার কাল।

বন্ধ্যা মাটিতে লাঙলের মুঠি কাঁপে
কাস্তের হাত সারা ঋতু হাওয়া খায়
খরা ও বন্যা আকছার গড়ে ধাপ,
কার ভরা গোলা ইঁদুরের পেটে সাফ।

পতিত জমিতে আবার নামাব মই
মেঘ পেড়ে এনে জলে ভ'রে দিই মাঠ
উঁচুনিচু ধাপ ভাঙছে দিনকে দিন
ফসলী জমিতে আসবে ফের লেনিন।

এখন এখানে চাই সমগ্র লেনিন/মলয় দাশগুপ্ত

আদিগন্ত শস্যক্ষেত্রে সূর্য ডুবে গেলে
নিকষ আঁধার আসে বাঙলাদেশে,
গ্রাম-গ্রামান্তরে ছন্নছাড়া গৃহহারা
ক্ষেতিমজুর কিম্বা পোটো, তামা-পিতল
কাঁসার ব্যাপারীর
ছনে ছাওয়া ঘরে নিকষ আঁধার নেমে এলে
বম্বে রোড বরাবর হঠাৎ বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে।
তোমাকে দেখতে পাই—উজ্জ্বল লেনিন।

বিদ্যুৎ আর লেনিন আর সমাজতন্ত্র
চষা ক্ষেত, ক্ষেতিমজুর আর ফসলের ভাগ
আমার কাছে একাকার ঠেকে।
তবু এ আংশিক তুমি

আংশিক বিদ্যুৎচমক, আংশিক লেনিন।
কারণ
এখনও বাঙলাদেশে
গ্রাম-গ্রামান্তরে ছন্নছাড়া গৃহহারা
ক্ষেতিমজুর কিম্বা পোটো, তামা-পিতল-
কাঁসার ব্যাপারীর
ছনে ছাওয়া ঘরে নিকষ আঁধার নেমে আসে।

"হেঁইও হো" ঐক্যছন্দে প্রচণ্ড পাথর
ঠেলে ক্লান্ত
তীব্র রৌদ্রপাতে, ধাতব সুতীক্ষ্ণ তাতে
"হেঁইও হো" ঐক্য-ডাকে যে-গতি,
দুর্নিবার, প্রচণ্ড, ডিটারমিণ্ড
যে-গতি।
সেতু বাঁধার কাজে
শ্রমিকের পেশি, গতির ছন্দ, গতির ডাক
বাঙলাদেশে, ভারতে।
তোমাকে হঠাৎ দেখি কমরেড লেনিন
বলশেভিক সভায় উদ্ভাসিত,
জারের নিপীড়নে থুবড়ে পড়া
জগদ্দল পাথরের মতো গোটা রাশিয়াকে ঠেলছ;
"হেঁইও হো" ঐক্য ছন্দে
দুর্নিবার, প্রচণ্ড, ডিটারমিণ্ড যে-গতি।
এও তো আংশিক তুমি, কমরেড লেনিন।

আলে আলে
টুকরো ছিন্ন জমির মানচিত্র
খাল বিল নদী।
টিনের চালায় ওড়ে চালতা ফুল ওড়ে
ম্লান সন্ধ্যা প্রায়।
আমার বুড়ো ঠাকুরদা
এখনও এক হাতে চিবুক রেখে
সারি সারি ছাত্র পড়াচ্ছেন,
অচঞ্চল ধীর স্থির প্রাজ্ঞ।
চালতা ফুলের ঘ্রাণ
আমার নব্বুই বছরের বুড়ো ঠাকুদ্দা
কৃষকের সন্তান আর পাঠ্যপুস্তক আর টেমির আলো আর
সংবাদপত্র।

হঠাৎ তোমাকে দেখি, মহাত্মা লেনিন।
আমার প্রবৃদ্ধ ঠাকুদ্দা, তুমি, 'ইস্ক্রা'
জ্ঞানান্বেষণ একাকার
অচঞ্চল ধীর স্থির প্রাজ্ঞ।
এও তো আংশিক তুমি, শিক্ষক লেনিন।

এখন দুরান্ত দিন
আমাদের দ্বারে পাখা ঝাপটায়।
'ঝোড়ো পাখির ডানা'
আমার ভারতে বঙ্গে।
আর টুকরো টুকরো লেনিনের প্রতিভাস নয়।

এখন এখানে চাই সমগ্র লেনিন।

কিংশুক/সুমিত চক্রবর্তী

মহাকাশে জ্বলে তারকারা অগণন
বিশ্বের বুকে প্রদীপের অবরোধ।
প্রাণের তুঙ্গে কবিতার প্রজনন
স্বপ্নবলয়ে ঘনিষ্ঠ প্রতিবোধ।

'মানুষ' শব্দে বিস্তব ভাঙাগড়া
পশুর নখরে ঐতিহাসিক ঋণ
তবু মুক্তির উত্তাল বারিধারা
মননগন্ধে অনুভূতির লেনিন।

আমি জানি গণ উদ্বেল সংগ্রামে
নিহিত সূর্যশক্তি অপরিমেয়
পাহাড়ের কোলে, অববাহিকায়, গ্রামে
হরিৎবর্ণ জীবন অপরাজেয়।

গ্রীষ্মে যদিচ দ্বন্দ্বজটিল দিন
নদীর প্রবাহে যুগের সকৌতুক
রক্তে কাঁপছে প্রাঞ্জল হো-চি-মিন
মাটির শিকড়ে অনন্য কিংশুক।

লেনিন স্মরণে/শক্তি হাজরা

এ-পৃথিবী সেদিনও তো ছিল ঢের কোলাহলে, রঙীন তার পাপে
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার, রক্তের প্রপাত ছিল স্তবের প্রলাপে,
তবু প্রতিবাদও ছিল,
নিপুণ নিয়মে নয়, নয় কোনো কৌশল বিন্যাসে
তবু পুড়ে যেত হতাশ্বাসে রণে ও হননে কত শহর সৌন্দর্য নাম
অভিরাম শাল, জাম, নিবস্ত্র বনানী তীব্র তাপে।

মাঝে মাঝে অন্ধকার আলো হতো, রেণু রেণু রক্তধারা রাগে
প্রভাত প্রতীক হতো, রাত্রিজাগা আশার চেরাগে
সেই রেণুগুলি মিলে এক সূর্য রৌদ্রদীপ্ত দিন
আবিশ্ব কঠিন লক্ষ্যে আরও তীব্র আলো
আরও শর আরও স্বর ভাঙে নীলাম্বর
সেই আশ্চর্য লেনিন।

নদীর নন্দিত গতি অবোধের অবরোধ পার,
ছন্দ মিল যমকের অসংখ্য প্রমাদ
তারই শুদ্ধি, মুক্তি, রীতি, সুপ্তিভাঙা বর্ষণে মৌসুমী
ফাটা মাঠে বৃষ্টিধারা, শস্যের অম্লান শিশু তুমি
তোমারই গৌরবে দীপ্ত আবিশ্ব মানুষ, শ্রম,
মুক্তির মহান তীর্থ সোভিয়েতভূমি।

তোমার প্রতিকৃতির সামনে, লেনিন/দুলাল ঘোষ

নিজের অস্তিত্ব অবিশ্বাস ক'রে আমরা
প্রায়শই
        তোমার প্রতিকৃতির সামনে, লেনিন
                        সকাল-সন্ধ্যায়
তোমার অপমানের পালা সাঙ্গ করি।

বস্তুত এক চিলতে হাততালির লোভে আমরা
প্রায়শই
        তোমার অমোঘ নির্দেশ
                নির্বোধের মতো
পুলিশ ব্যারিকেডে নির্বাসন দিয়ে আসি
কিংবা নিজের নগ্নতা প্রকাশ করব ব'লেই
স্বেচ্ছায় ধুঁকতে ধুঁকতে
এক সময় রাইটার্স বিল্ডিং-এ
স্বাধীনতার টুঁটি টিপে ধরি

তবু এমনি ক'রে জেনেশুনে আমরা
প্রায়শই
        তোমার প্রতিকৃতির সামনে, লেনিন
                        সকাল-সন্ধ্যায়
তোমার অস্তিত্ব অবিশ্বাস ক'রে
নিজের অপমানের পালা সাঙ্গ করি।

লেনিন-দিবসের গল্প/অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

হেই বাবু তোর গোড় লাগি
কে বটেন উনি কুথায় ঘর উনার ..
আমি তো বোকা সোকা মুরুখ্যু লোক বটি
ঠিকাদারের বেগার-কুলি আইজ্ঞা।
টুকচা জমি ছিল তা লিলেক কোম্পানি
কারখানার চিমনি বইসল হেই বিশাল—
কাজ একটা দিলেক নাই বাবু
বইললে পাঁচ কুড়ি টাকা লাইগবেক
ছত্তিশ মাপের ছাতি চাই
তা আইজ্ঞা একবেলা টুকচেক পান্তা খাঁইয়ে
অত মাপের ছাতি কুথায় পাইব আইজ্ঞা...
বিটি বেটা তিনটি আর ঘরের মানুষ
ই ঝুপড়িটোতে থাকি
ঝড়ে জলে রোদে সে একাক্কার
তো ভাইবলম নুনাকে আমার পাঠশালে দিব
গ্যাট্ ম্যাট্ পইড়বেক লিখবেক
টিপছাপ দিবেক নাই আমার পারা ..
তো সেই টাকার বিত্তান্ত
কোম্পানির সুকুলে লিবেক নাই
মাসের পাব্বনি লাইগবেক এক টাকা
কুথাকে পাইব আইজ্ঞা ..
ঠিকাদারের বাবু কাইটে লেয় আট আনা
মেটবাবু লেয় চার আনা

বাকি পয়সায় খোরাকি পুরে নাই বাবু ·

তো এত বাতি টারাক

কি বটে আইজ্ঞা মেলা লাইগবেক নাকি

তো হ্যাঁ আইজ্ঞা উনি কে বটেন ·

কি গান বাইধেছেন বাবুরা

ই সুরে তো মাদল বাইজবেক নাই গো···

লরি-টোকে দাঁড় করান বাবু

হবেন উনি কোন মাহাজন ·

আমরা মুরুখু মানুষ আইজ্ঞা ·চিনি নাই

এ নুনা গড় কর রে বেটা ··গড় কর

হবেন উনি কোন মাহাজন

হাতের কুপিটো উঁচা কর বাপ···

দেইখে লাও ·

লিখতে পইড়তে পার নাই বাপ

ভাইল্‌তে তো মানা নাই ··

হাতের কুপিটো উঁচা কর

দেইখে লাও ·।

কবিতাটি মানভূম-সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলের প্রচলিত ভাষায় রচিত

টুকচা—একটুখানি ছাতি—বুক

নুনা—ছোট ছেলে পারা—মতো

টারাক—ট্রাক, লরি গড়—প্রণাম

কুপি—লম্ফ (কেরসিন তেলের আলো) ভাইল্‌তে—দেখতে

লেনিন/রণজিৎকুমার সেন

জার কি কেবলি রাশিয়ায়, জার ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বে,
ভুখা দুনিয়ারে করেছে শাসন, শোষণ করেছে নিঃস্বে।
গোটা মানুষেরে গোলাম বানিয়ে সেলাম চেয়েছে নিত্য,
গরীবের ধনে কুবের সেজেছে বাড়িয়ে আপন বিত্ত।
লেনিন, লেনিন, তুমি এলে সেই শয়তানে দিতে সাজা,
প্রজার বুকের রক্ত-তিলকে যারা সেজেছিল রাজা।
মার্কসের বাণী তুমি বিজ্ঞানী দিলে বাস্তবে রূপ,
ভাষা দিলে তারে চির লাঞ্ছিত যারা ছিল নিশ্চুপ।
পৃথিবীর বুকে জন্মেও যারা জেনেছে জন্ম মিছে,
নিশ্বাস নিতে পারেনি কখনো খোলা আকাশের নিচে,
ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল চেয়ে যারা পেল সাজা,
লেনিন, লেনিন, বন্ধু লেনিন, তুমি যে তাদেরি রাজা।
রাজকোষাগারে দীপ্ত মশালে দিলে যে আগুন জ্বেলে ;
'বিপ্লব হোক দীর্ঘজীবী' তা তুমিই তো বলে গেলে।
সমাজতন্ত্রে সবারই ভাগ্য এক সূত্রে যে গাঁথা,
কেউ নয় সেথা গ্রহীতা কিংবা কেউ নয় সেথা দাতা।
শ্রমের মূল্যে সমভাগ্যের জীবন রচিলে তুমি,
গড়িলে বিশ্বে স্বপ্নরঙিন সাম্যবাদের ভূমি।
বিপ্লবী তুমি, বিদ্রোহী তুমি, তুমি অনন্য প্রাণ ;
লেনিন, লেনিন, শুনেছি তোমার বজ্রবিষাণে গান।

স্বপ্ন আমার আমিও একদা লেনিন হতে বা পারি,
মসিতে জ্বেলেছি মশাল তাইতো ধরেছি যে তরবারি।

শতাব্দীর নায়কের স্মরণে/রাম বসু

মেঘ জমার আগেই গন্ধ পাও
ঝড় আসছে, ঝড়
ন্যাড়া পাহাড় চূড়ায়
ঝাপটাও পাখা
গেরুয়া ধুলোয় ঢাকা এশিয়ার বিবর্ণ প্রান্তর
তাকায় অবাক চোখে, দ্যাখে
আনন্দিত দুর্যোগের পাখি
আকাশ মাতিয়ে ডাকে।

লেনিন, লেনিন

সত্তার কোরক পূর্ণ ক'রে আনন্দ যখন
তুঙ্গে ওঠে
অনুভূতিহীন বস্তু হয়ে ওঠে সুর বাঁধা সেতার যখন
তখনই তো বিস্ফোরণ
গানের মূর্ছনা
তখনই বিপ্লব
পরিণতি, তাই
পার হয়ে ভয়ের সুড়ঙ্গ
সংশয়ের উপত্যকা ধুয়ে, নদী
সঙ্গীতে বাজায় বুক
মানুষ, সঙ্গীত

তুমি রচয়িতা
লেনিন লেনিন

ঝরো পাঁকে ও কাদায়
বাঙলাদেশে
নরকে, দুঃস্বপ্নে
স্বপ্ন
ঝরো বৃষ্টির মতন গাছের চূড়ায়
গাছ
সহজ সাহস
দুলছে
ঝড়ে ও বিদ্যুতে
দুলছে
বৃষ্টির মতন
ঝড়ের মতন
ভালোবাসার মতন
আমাদের পরিণামহীন ভীরুতায়

লেনিন লেনিন

লেনিনের ছবি/মিহির সেন

ছেলেবেলায় ফটো দেখে দেখে
লেনিনের একটা ছবি এঁকেছিলাম।
দাড়িগুলো ঠিক হয়েছিল, টাকটাও।
কিন্তু চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো
দৃষ্টিটা ঠিক হয়নি।
ফটোর চোখে কোথায় যেন একটা
আশ্চর্য দ্যুতি আছে, ছবিতে যা আসেনি।
অতৃপ্ত হাতে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম ছবিটা।

যৌবনে মিছিলে পা রেখে
লেনিনের আর একটা ছবি এঁকেছিলাম।
সে-ছবিতে দাড়ি ছিল না, টাকও না।
ছিল শুধু উজ্জ্বল একজোড়া অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—
ইতিহাসের অন্ধকার ভেঙে
বিড়ালের মতো যে-দৃষ্টি অব্যর্থ।
এবার মনে মনে তৃপ্ত হয়েছিলাম
লেনিনের সঠিক মূর্তি আঁকতে পেরেছি ব'লে

আজ উনসত্তরের জন্মভূমিতে পা রেখে
নতুন ক'রে আবার সন্দেহ জাগছে—
সেদিনও বোধহয় চোখদুটো ঠিক আঁকতে পারিনি।
না হলে বুকের ক্যানভাসটাকে
মাঝে মাঝে এমন নিরন্ধ্র অন্ধকার মনে হয় কেন?

কমরেড লেনিন/প্রসূন বসু

সবাই ঘুমালে শুধু একজন কখনো ঘুমোন না
চোখে তাঁর ঘুম নেই
সর্বত্র সজাগ দৃষ্টি
পাছে কোনো হিংস্র পশু অকস্মাৎ হানা দেয় ।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তাঁর যে সংসার
সুখে আর সমৃদ্ধিতে ভ'রে দিতে
সর্বদাই ব্যস্ত তিনি
ঝোপ-ঝাড়-অন্ধকার মুছে ফেলে
এ-পৃথিবী উজ্জ্বল হোক, এই তার ব্রত ।

তার সে রচিত পথ, ঠিক লক্ষ্যে বাঁধা
হাত ধ'রে শেখালেন ঠিক পথচলা
মাঝে মধ্যে তবু যেন ভুল হয়ে যায়
তখনই সবার আগে তিনি কাছে এসে
বেছে দেন নির্দেশিত পথের সন্ধান ।

ধর্মগ্রন্থে আঁকা কোনো অবতার নন তিনি
আমাদের মতো তবু আশ্চর্য মানুষ
আমাদের আশা আর আকাঙ্ক্ষার একটি প্রতীক
মৃত্যুঞ্জয়ী সে মানুষ কমরেড লেনিন ।

আমাদেরই লেনিন/সামসুল হক

বুকের মধ্যেই নীল লক্ষ্মণের শব
জাগ্রত প্রেমের দিকে মুখ ক'রে রাত্রে পড়েছিল
বুকের মধ্যেই বুক বেজে উঠল
লক্ষ্মণের শবে প্রতিধ্বনি
আর মনে পড়ে গেল মৃত্যুঞ্জয়ী বিশল্যকরণী
কে এনে বাঁচাবে
ভুল ক'রে ফেলতে পারে পবননন্দন
তাই
শবের পাশেই বুক রেখে দিয়ে প্রহরীর মতো
উর্মিলা বা জননীর মতো
বুদ্ধির পদ্মের যানে গেল উড়ে নিজে
অমৃতের নীলকান্ত বীজে
জন্ম নেওয়া বিশল্যকরণী দেখা যায়
পাতা কাঁপে শব্দ ওঠে পাতায় পাতায়
মানুষের জন্যে সবকিছু
বিশল্যকরণী চেনা যায়

একটি নির্ভুল বীজ উড়ে এসে পড়েছিল অক্টোবরের হাওয়ায়
এই বাঙলায়।

সূর্যের ঠিকানা/মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

এক একটা ঠিকানায় পৌঁছে যাবার জন্য আমাদের নিদারুণ চেষ্টা ; আমাদের প্রস্তুতি। সহস্র বছর ধ'রে আজন্ম আমরা ঠিকানা খুঁজছি কিন্তু কে বা কারা প্রতি পদক্ষেপেই হাতের চিরকুট কেড়ে কেড়ে উধাও। অন্ধকারে ক্রমাগত হোঁচট খেতে খেতে আশ্চর্য ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বিপুল গ্রীষ্মে ঝলসে গিয়েও বুভুক্ষা মহামারি বন্যা দাঙ্গায় অনিদ্রা অনিশ্চয়তায় দিনের পর দিন আমাদের বাঁচতে হয়েছে/হবে ঠিক-ঠিকানায় পৌঁছে যাবার জন্য

এখনো আমরা ঘুরছি আর ঘুরছি। আমাদের বাঁচতে চাওয়াকে দারুণ উপহাস ক'রে একদল আমাদেব শ্রমেই বার বাব চোখের সামনে দেওয়াল তুলে নিরুপদ্রব থাকতে চেয়েছে। বাঁ-হাতে কপালের ঘাম মুছে অতঃপর ডান-হাতে আবার ভাঙতে হয়েছে সেই দেওয়াল। এক দেওয়াল ভাঙতে না ভাঙতেই দেশে দেশে রক্তবীজেরা আর এক দেওয়াল গড়ে তুলেছে। এই ভাঙা চলতে থাকবে/চলবে যতদিন না পৃথিবীর সমস্ত বৈষম্যের প্রাচীর ভূলুণ্ঠিত হতে পারে।

চৌদিকের অন্ধকারকে লণ্ডভণ্ড করতে না পারলে সূর্যের আলো সমানভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় না। অতএব চাই দূরত্বের দেওয়াল ভাঙা। সূর্য আলো সূর্য জীবন সূর্য প্রেম ভালোবাসা উত্তরণ ; সূর্য সাম্য সূর্য সম্পদ। সেই সূর্যকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে শ্রেণীদের দেওয়াল ভাঙতে ভাঙতে লেনিন আমাদেব রক্তে তুলে-

ছিলেন প্রবাহ ; তাঁর ইস্পাত-দীপ্ত চোখের তারায় শতাব্দ আকাশ এখন উৎসের দিকে প্রেরণাময়

লেনিন মানুষকে সূর্যের ঠিকানা দিয়েছেন।

কমরেড/শান্তনু দাস

প্রতিদিন জ্বর আসে
জ্বর গায়ে নিয়ে ··
তামাম দুনিয়া যেন ক্ষয়রোগে ক্লান্ত কমরেড :
বেঁচে আছি,
বেঁচে থাকতে হয়।
এবং
পৃথিবী চলছে গতানুগতিক :
মিলিয়ে কবিতা লেখা,
কফি হাউস, টেবিল বাজানো আর শূন্য আস্ফালন,
বায়স্কোপ ফকস্ট্রট হুল্লুলু হিপি
ছিপি খুলে ভ্যাট সিকস্টিনাইন।

পৃথিবী গড়িয়ে চলছে কোন এক ঘোরে,
তবুও কখন যেন আর্তনাদ শুনে
জ্বর ছাড়ে, প্রলাপের মতো আবোলতাবোল ব'লে ফেলি,
একসাথে জড়ো হয় বামুন কায়েত বদ্যি ও পাড়ার তেলি,
তখনই তো মনে হয়,
গায়ের চামড়া খুলে পাকা চর্মকার

বানিয়েছে জুতো,
তখনইতো জ্বর ছাড়ে কালঘাম দিয়ে,
কেঁপে ওঠে অথর্ব মেদিনী :
তখনইতো মনে হয় ত্রাতা
গ্রীন সিগন্যাল তুমি জ্বালিয়ে রেখেছ
রেড স্কোয়্যারের বুকে, জ্বলে চৌপ'রাতদিন
ট্রাফিক চলেছে ঠিক গন্তব্য সময়ে।

লেনিন/শুভাশিস্ গোস্বামী

কেবল পাঁচিল তুলি—সারি সারি দ্বন্দ্ব পাঁচিল,
এবং অন্যের চরকায করি তৈল নিষেক।
যে-যার বিবেকে এঁটে খিল
আত্মরতিতে কবি আপন চৈতন্য অভিষেক।

হাতে হাতে রাখী ছিঁড়ি—ইতিহাস দৈত্যে হাসি হাসে,
বুকের মধ্যে তবু বিভেদের তুষার গলে না।
কাঁধে কাঁধ মিলে গেলে মিছিলের মুখর বাতাসে
হেসে উঠতেন তিনি। হয়তো বা মিটে যেত দেনা।

উত্তর থেকে আগত একটি খবর পড়ে/কমলেশ সেন

[লেনিনকে নিবেদিত]

কোথায় নাকি মানুষগুলো মানুষ হতে চাইছে
কোথায় নাকি মানুষগুলো জমি হাতে চাইছে

বারুইপুর সোনারপুর রোদ ঝলমল করছে
ব্যারাকপুর কাশীপুর মন গুনগুন করছে

মন গুনগুন, রোদ ঝলমল, উত্তরে হাওয়া বইছে
বাঙলাদেশ, সোনামন, বিষের জ্বালা সইছে

কোথায় নাকি মানুষগুলো রক্ত ঢেলে দিচ্ছে
কোথায় নাকি মানুষগুলো লাল পতাকা নিচ্ছে।

লেনিন/নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমরা দেখেছি ঢের নিদ্রাহীন রাত,
অন্নহীন ছন্নছাড়া দিন,
আমাদের বুকে ভরসা তুমিই দিয়েছ,
মুখে ভাষা দিয়েছ লেনিন।
আমরা ছিলাম ছোট, বড় হতে দিয়েছ প্রেরণা,
তুমি তো মানুষ নও, তুমি চির জাগ্রত চেতনা!

নিশান/সুভাষ মখোপাধ্যা

আমার স্মৃতিতে দুলে দুলে
দুলে দুলে

সারাক্ষণ
দুলে দুলে
নিশান
দুলে দুলে
নিশান
দুলে দুলে

সারাক্ষণ আমার স্মৃতিতে

নাচছে।

নির্দেশিকা

১ রক্ত-পতাকার গান

পৃষ্ঠা ৯

প্রথম প্রকাশ : 'গণবাণী', মে-দিবস সংখ্যা, ১৯২৭।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চল্লিশতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'কালান্তর'-এর বিশেষ সংখ্যার পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে।

"১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসের শেষাশেষি 'মে-দিবসে'র প্রস্তুতি পর্বে 'গণবাণী' অফিসে বসে কমিউনিস্ট কর্মীদের অনুরোধে কবি নজরুল ইসলাম শ্রমিক আন্তর্জাতিক সংহতির বিখ্যাত সঙ্গীত 'ইন্টারন্যাশনালে'র তর্জমা করেন, 'রক্তপতাকার গান' রচনা এবং ইংরাজ কবি শেলির 'শ্রমজীবী' কবিতা অবলম্বনে একটি কবিতা লেখেন। ঐ তিনটিই সে বছর 'গণবাণী'র মে দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।"

২ লেনিন

পৃষ্ঠা ১০

প্রথম প্রকাশ : 'বঙ্গবাণী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

শ্রীঅবিনাশ দাশগুপ্ত রচিত 'লেনিন রুশ মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদ-সাহিত্য' গ্রন্থের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে।

শ্রীদাশগুপ্ত তাঁর গবেষণা-গ্রন্থের 'মুখবন্ধ' অংশে লিখেছেন "কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত তাঁর 'লেনিন' কবিতাটি সম্ভবত পরবর্তীকালে কিছুটা সংশোধন করেছিলেন। এই সংশোধিত আকারেই কবিতাটি এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।" অবশ্য, তিনি নিজে কোন পাঠ অনুসরণ করেছেন—তা জানাননি।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থে 'লেনিন'-এর ঈষৎ ভিন্ন পাঠ আছে। তবে, ভিন্নতা দুটি-একটি শব্দেই সীমাবদ্ধ। বানানে কোথাও কোথাও দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে। যতিচিহ্নেও কয়েক জায়গায় রকমফের আছে।

শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'খাড়া পাহাড় বেয়ে' সঙ্কলনে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র পাঠই অনুসৃত হয়েছে। অবশ্য কয়েক ক্ষেত্রে বানান এবং যতিচিহ্নের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

যতীন্দ্রপ্রসাদের 'লেনিন' কবিতার শিরোনামের নিচে বন্ধনী চিহ্নের ভেতর "মৃত্যু ১৯২৪, ২১শে জানুয়ারী" এবং কবিতার শেষে "গৌরীপুর, ময়মনসিংহ/২রা চৈত্র ১৩৩০" লেখা ছিল। 'লেনিন শতাব্দী'র পাঠে আমরা তা বর্জন করেছি।

যতীন্দ্রপ্রসাদের জন্ম ১৮৯০ সালে। আজও তিনি জীবিত, কলকাতা শহরেই বাস করেন ; অবশ্য কবি হিসেবে প্রায় বিস্মৃত বললেই চলে। সেদিন কিন্তু 'লেনিন' রচনার জন্য সেই নবীন কবিকে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ সরকারের কাছে "অপদস্থ" হতে হয়েছিল।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন "পারিপার্শ্বিক সমাজ সম্পর্কে কবি যতীন্দ্রপ্রসাদের তীব্র সচেতনতা ছিল, এইখানেই তাঁহার সঙ্গে কুমুদরঞ্জন এবং কালিদাস রায়ের সামান্য বিরোধ লক্ষিত হয়। যতীন্দ্রপ্রসাদ যেমন সমাজ-সচেতন কবি, তাঁহার নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে তেমন আর কেহই নহে। সাম্যবাদ সম্পর্কে তাঁহার একটি চিন্তা তাঁহার অন্তরকে বহুদিন হইতেই অধিকার করিয়াছিল এবং তাহারই অভিব্যক্তিরূপে তিনি বাংলা সাহিত্যে একদিন এক অত্যন্ত দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৯২৪ সনের জানুয়ারী মাসে রুশ বিপ্লবের নেতা লেনিনের মৃত্যু হইল, সেই সংবাদ সংক্ষিপ্ততম ভাষায় কলিকাতার পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইল; 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় একটি মাত্র বাক্যে লেখা হইল, 'The notorious Bolshevik leader Lenin has died', 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ও লণ্ডনের একটি 'রয়টারে' প্রচারিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া লিখিল, 'Lenin is dead'; ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। দুইমাস পর কবি মফঃস্বলে থাকিয়া এই সংবাদ পাইলেন, সংবাদটি পাইবা-মাত্র তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন এবং রাত্রি জাগিয়া 'লেনিন' সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করিলেন। কলিকাতা হইতে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা নূতন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই কবিতাটি তিনি পাঠাইয়া দিলেন, পরের মাসেই তাহা 'বঙ্গবাণী'র পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইহাই 'লেনিন' সম্পর্কে সর্বপ্রথম কবিতা। সুতরাং ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে।"

['ভূমিকা'/পৃষ্ঠা : ট-ঠ/'কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা']

৩ নভেম্বর

পৃষ্ঠা ১৮

প্রথম প্রকাশ : 'অরণি'।

কবিকৃত অনুলিপির পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে।

৪ ২২শে জুন

পৃষ্ঠা ৩১

রচনাকাল : ১৯৪৩-৪৪।

'সমর সেনের কবিতা'র পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে।

জুন ১৯৪৪ সালে 'সংকেত-ভবন'-এর পক্ষে শ্রীকামাক্ষী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'তিন পুরুষ' নামে শ্রীসমর সেনের একটি ক্ষুদ্র কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ করেন। ডবল ডিমাই সাইজ, বোর্ড বাঁধাই, দু পাতা টাইটেল সহ ২৪ পৃষ্ঠার এই সঙ্কলনটির দাম এক টাকা। সঙ্কলনে ১৩টি কবিতা ছিল। অধুনা দুষ্প্রাপ্য এই সঙ্কলনের শেষ কবিতাটির নাম '২২শে জুন ১৯৪৪'। কবিতাটি 'এক', 'দুই', 'তিন' ও 'চার' পর্যায়ে বিভক্ত ছিল।

'সমর সেনের কবিতা'য় '২২শে জুন' নামে কবিতাটি '১' ও '২' পর্যায়ে বিভক্ত। বোঝা যায় '২২শে জুন' আগের কবিতাটিরই সংশোধিত রূপ।

'২২শে জুন ১৯৪৪'-এর 'এক' অংশে ছিল :

আশ্চর্য ব্যাপার দেখি আজব সহরে
দেশবিদেশী পল্টনে দিগ্বিদিক ভরে।
কবি কিশোরেরা নিল রকমারী ভেক্।
সার্বিক সমরে তামাম পৃথিবী এক।

ভেল্কিতে সম্ভব হল প্রখর প্রগতি ?
এতদিনে বদ্‌লালো ভারতের গতি ।
শ্রাবণ সহরে দেখি সোনার বাঙালী
একাগ্র সন্ধানে ঘোরে, কঙ্কাল কাঙালী ।

এটি সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে '২২শে জুন'-এর '১' অংশটি লেখা হয়েছে ।

'২২শে জুন ১৯৪৪' এর 'দুই' ও 'তিন' অংশটিই '২২শে জুন'-এর '২' অংশে গ্রথিত । অবশ্য ইতস্তত বানান ও যতিচিহ্নের পার্থক্য আছে এবং "কিন্তু সেখানে, হে দেব, আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গে" পংক্তিটি হয়েছে "কিন্তু সেখানে আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গে" ।

'২২শে জুন ১৯৪৪'-এর 'চার' অংশটি '২২শে জুন'-এ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে । প্রথম কবিতাটি এইভাবে শেষ হয়েছিল :

চার

কলনির দুর্বিপাকে ক্লীবের বিলাপ ।
ইতিহাস ক্ষমাহীন, ক্রন্দনে কী লাভ ?
ময়দানের মাটিতে গোধূলির ছাপ
স্তব্ধ ছিল, থেমে গেছে চড়ুয়ের নাচ ।
অনাত্মীয় ভিড়ে নগরের রাস্তা ভরে
কফির মলিন রঙ আমার অন্তরে ।
কূপের মণ্ডূক আমি, ঘুমে শুনি কালের প্রপাত,
মহাদেশ আলোড়িত, ক্রমে আসে নতুন প্রভাত ।
রাত্রি আর সকালের গূঢ় সন্ধিক্ষণে
স্বপ্নে দেখি শূন্যে ওঠে সোনালি ঈগল,
মাত্রাবদ্ধ পদক্ষেপে অচেনা যাত্রীরা
আমারি দেশের লোক—পার হয়ে যায়

আমার কুটির, কী-গান তাদের মুখে ঃ
জড়োয়া গয়না গায়ে ভ্রান্তির গণিকা
তোমাকে এখনো ডাকে রঙীন গলিতে ।

আমরা এসেছি খোলা মাঠে,
বর্বর চোয়াড়ে মাঠে আমাদের যাত্রা,
প্রতিপদে মৃত্যু, মৃত্যু জীবনের মাত্রা ।

আশা রাখি একদিন এ কান্তার পার হয়ে পাবো
লোকের বসতি, হরিৎ প্রান্তরে শ্যামবর্ণ মানুষের
গ্রাম্যগানে গোধলিতে মেঠো পথ ভরে,
পরিচ্ছন্ন খোশগল্পে মুখরিত ঘনিষ্ঠ নগর,
বাংলার লোহিত সকালে সকলের অক্লান্ত শফর ।

৫ লেনিন

পৃষ্ঠা ৪৪

প্রথম প্রকাশ ঃ 'অরণি', ১৯৪৪ (?) ।

'সুকান্ত সমগ্র'র পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে ।

৬ নিশান

পৃষ্ঠা ১৩১

প্রথম প্রকাশ ঃ 'গণমত,' শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭১ ।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে ।

এই ছটি কবিতার ক্ষেত্রে বানানের সমতা বিধানের কোনো চেষ্টা করা হয়নি । অবশ্য প্রথম কবিতা ছটি ছাড়া তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না